

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে
মণিপুরী জনগোষ্ঠী



বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে
মণিপুরী জনগোষ্ঠী

খোনাওজম লক্ষীকান্ত সিংহ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে
মণিপুরী জনগোষ্ঠী
লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

প্রকাশক



এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (একডো)
১৭, উর্মি (২য় তলা) পশ্চিম শিবগঞ্জ, সিলেট, বাংলাদেশ
E-mail: lakshmikanta singh@yahoo.com

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর ২০০৯

প্রচ্ছদ

এন যোগেশ্বর অপু

© শিবানী, শৈলী, শ্রাবণী ও শ্রেয়া

মুদ্রণ

রিমন কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স

৪১-রাজা ম্যানশন (৩য় তলা)

জিন্দাবাজার, সিলেট

মোবা ০১৭২০০৩৭২৪৮

মূল্য

৩৫ ০০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় মা ও বাবাকে

লেখকের কথা

বাংলাদেশে বসবাসরত অসংখ্য ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মণিপুরী জনগোষ্ঠী অন্যতম। তাদের অতীত ঐতিহ্য বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ ও গৌরবোজ্জ্বল হলেও বর্তমানে এ দেশের প্রেক্ষাপটে মণিপুরীরা ত্রাস্তিকাল অতিক্রান্ত কবছে। আমবা জানি, বর্তমানে পৃথিবী থেকে অনেক ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও পবিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ পর্যন্ত ঠিক কতটি নৃতাত্ত্বিক, আদিবাসী বা সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত বা হারিয়ে গেছে তার সঠিক হিসাব না থাকলেও এ বিলুপ্তির প্রক্রিয়া যে এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে এ বিষয়ে নিশ্চিত। আমি নিজে একজন মণিপুরী জনগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে এ জনগোষ্ঠীকে কিভাবে এ ধরনের বিলুপ্তির প্রক্রিয়া থেকে বন্ধাব চেষ্টা করা যেতে পারে এবং সে জন্য আমাদের সমাজে বর্তমান বিরাজমান কিছু সামাজিক সংকট আত্মসমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। আমি কখনো নিজেকে এখানে উপস্থাপিত সমাজের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাগুলোর উর্ধ্বে বা নিজেকে এখান থেকে দায়মুক্ত বলে মনে কবি না। এ লেখার মাধ্যমে আমি মণিপুরী সমাজে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাজের নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ এবং বিশেষ করে তরুণ সমাজের নিকট তুলে ধবে এ নিয়ে একটা আলোচনা বা চিন্তার ঝোঁরাক যোগানোর প্রয়াস থেকেই আমার এ লেখা। ‘এ ধরনের লেখালেখির সাথে পূর্বে আমার কোন ধরনের সম্পৃক্ততা না থাকলেও নিজ জনগোষ্ঠীর প্রতি মমত্ববোধ এবং নিজ দায়িত্ববোধই এ লেখার প্রতি আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আমি মনে করি পাঠক সমাজ আমার এ লেখাটি পড়ে এখানে অগোছালোভাবে উপস্থাপিত বিষয়সমূহ পাঠকদের মধ্য থেকে যে কেউ আরো সুন্দর এবং সুনিপুণ লেখনির মাধ্যমে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে এ সমাজের বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যাগুলোর বিষয়ে সুস্থ দিক নির্দেশনা প্রদান কবলেই আমার এ লেখা সার্থক হবে। উল্লেখ্য যে, আমার এ লেখায় আমি বিভিন্ন বিষয়ে কিছু বিষয়ভিত্তিক কেস স্টাডি উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এখানে নির্দিষ্ট করে কোন ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে আঘাত করার উদ্দেশ্যে কোন বিষয় উপস্থাপন কবা হয়নি। এগুলো কাল্পনিক একটি চিত্র মাত্র। তাই এ সকল কেস স্টাডিতে উল্লেখিত ঘটনা ও নাম কাবো সাথে মিলে গেলে এটি একটি কাকতালীয় মিল বলে গণ্য কবা হবে। আমার এই লেখাটি মণিপুরী ভাষায় ভাষান্তরিত করে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন আমার অম্বজ মণিপুরী কবি ও লেখক ঝোইবোম ইন্দ্রজিৎ সিংহ। তিনি বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদ এর জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁর মণিপুরী ভাষায় লেখা গল্পগ্রন্থ ‘মচু নাইবা মঙ’ এবং কাব্যগ্রন্থ ‘ইন্নাফি’ বাংলাদেশ এবং মণিপুরের মণিপুরী ভাষাভাষীদের নিকট বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষিবিজ্ঞানের একজন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। পাবিবারিক জীবনে তিনি এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের গর্বিত পিতা। তার ছেলে ঝোইরোম

লেইশেম বাংলাদেশে বসবাসরত মনিপুরীদের মধ্যে প্রথম বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে সাব-ল্যান্টেনেন্ট হিসেবে কর্মরত। মেয়ে খোইরোম লিক্লা একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। স্ত্রী চন্দ্র কলা দেবী একজন সু-গৃহিণী এবং তার সকল কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছেন।

তাছাড়া আমাব এ লেখায় যারা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তারা হচ্ছে বঙ্গ প্রতীম মনিপুরী কবি ও লেখক এন যোগেশ্বর অপু, শেরাম নিরঞ্জন সিংহ ও শেরাম অঞ্জন সিংহ এবং কম্পোজসহ অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করেছে সহকর্মী নোংপকলৈ সিনহা। আমি তাদের সবার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ধন্যবাদসহ

ধৌনাওজম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

E-mail: lakshmikanta singh@yahoo com

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ আয়তনের দিক দিয়ে একটি ছোট দেশ। আয়তনে ছোট হলেও নানা ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও সম্প্রদায়ের সম্মিলিত বসবাসের কারণে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এখানে মূল স্রোতধারার বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর বসবাস। যাবা বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আদিবাসী নামে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশে বসবাসরত এ সকল নৃতাত্ত্বিক বা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমা, মারমা, গারো, হাজং, ত্রিপুরা, মণিপুরী, খাসি ও পাত্র ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধারণা করা হয়, বর্তমানে বাংলাদেশে এ সকল ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৫ এর মতো। যদিও এর প্রকৃত হিসাব নিয়ে সবকাবি ও বেসবকাবি পর্যায়ে এখনো নির্ভরযোগ্য কোন সঠিক তথ্য নেই। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত নৃতাত্ত্বিক/আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাসি, মণিপুরী, পাত্র, গারো, হাজং, ত্রিপুরা, ওঁবাও ও বিভিন্ন চা-শ্রমিক জনগোষ্ঠীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিলেট অঞ্চলে বসবাসরত এ সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে মণিপুরী একটি সুপরিচিত জনগোষ্ঠী। জনসংখ্যার বিবেচনায় এ জনগোষ্ঠী খুব একটা বেশি না হলেও তাদের দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কারণে তারা শুধু বাংলাদেশে নয় সমগ্র ভারত উপমহাদেশে বেশ সুপরিচিত। এ জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও তাদের কিছু নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে অপবাপব জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই মণিপুরীদের আর্থ-সামাজিক ও অন্যান্য বিষয়ে একটি স্বাবলম্বী জনগোষ্ঠী হিসেবে মনে করেন। ফলে অপবাপব জনগোষ্ঠী এমনকি মণিপুরীদের মধ্যে অনেকে নিজেদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অহেতুক একটা উচ্চ ধারণা পোষণ করে থাকেন। যা কোন কোন ক্ষেত্রে এ জনগোষ্ঠীর প্রকৃত উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলী পদক্ষেপ গ্রহণে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বাস্তবতার নিবীখে এ লেখার মাধ্যমে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অবস্থা সম্মানিত পাঠকদের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এ বিষয়ে আমার উপস্থাপিত বক্তব্যের সাথে অনেকেই দ্বি-মত পোষণ করতে পারেন। তবে এখানে উপস্থাপিত সকল বিষয় আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি মাত্র।

মণিপুরীদের মধ্যে বর্তমান শিক্ষা ও ভিন্ন কিছু প্রেক্ষাপট

সারাবিশ্বের একটি সাধারণ চিত্র হচ্ছে আদিবাসী বা মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে যা খুবই স্বাভাবিক একটি চিত্র। বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য সকল আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে প্রায় একই চিত্র দেখা গেলেও মণিপুরী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিষয়টি এখানে একটু ভিন্ন। বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় গড় স্বাক্ষরতার হার ৬৫% (যদিও এ হার নিয়ে সবকাবি ও বেসবকাবি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরনের পরিসংখ্যান রয়েছে) সেখানে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার ৯০% এর উপরে। যা বর্তমান বাংলাদেশের জাতীয় গড় স্বাক্ষরতার হারের তুলনায় অনেক বেশি। একটি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও যেখানে তাদের স্বাক্ষরতার হার গড় জাতীয় স্বাক্ষরতার হারের চেয়ে এগিয়ে থাকায় সে জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সমস্যা এবং তাদের মধ্যে উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধার যে অভাব রয়েছে সেটা যে কারো পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হবে। তাছাড়া মণিপুরী সংস্কৃতি একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। জনসংখ্যার

বিচাবে একটি ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি হযেও মণিপুরী সংস্কৃতি বর্তমানে শুধু বাংলাদেশে নয় পোটা ভারত উপমহাদেশে অতীতকাল থেকেই তার একটি সম্মানজনক অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হযেছে। যা অন্যান্য কোন ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক/ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বেলায় তেমনটি দেখা যায় না। কাবণ এ উপমহাদেশের সংস্কৃতিবোদ্ধাগণ মণিপুরী সংস্কৃতিকে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি হিসেবে আজ থেকে অনেক বছর আগে থেকেই স্বীকৃতি দিয়ে আসছেন। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই এতো কিছু পবও এ জনগোষ্ঠীর লোকজন আজ খুব একটা ভাল নেই। প্রকৃত অবস্থা এবে অনেকটা উল্টো। মণিপুরী জনগোষ্ঠীর গড় স্বাক্ষরতাব হাব জাতীয় হাবের তুলনায় অনেক বেশি হলেও উচ্চশিক্ষার হাব এখনো অনেক কম। বিগত প্রায় অর্ধদশক থেকে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চশিক্ষার হাব ক্রমান্বয়ে কিছুটা বৃদ্ধি লক্ষ্য কবা গেলেও সঠিক এবং গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা এখনো প্রত্যাশার তুলনায় অনেক কম। তবে আশার কথা, বর্তমান তরুণ/তরুণীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পাশাপাশি গুণগতমানসম্পন্ন উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামে বসবাসরত মণিপুরী মহিলা ও পুরুষের মধ্যে কিছুটা ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত মণিপুরীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী পুরুষ ও মহিলার আনুপাতিক হার নিয়ে সঠিক কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও মনে করা হয় এ ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষের আনুপাতিক হাবে খুব একটা উল্লেখযোগ্য ব্যবধান নেই। অপরদিকে মণিপুরী অধ্যুষিত দেশে একমাত্র বিভাগীয় শহর সিলেটে বসবাসরত মণিপুরী জনগোষ্ঠীর পুরুষদের মধ্যে এখনো উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের হার আশাব্যঞ্জক নয়। বর্তমানে সিলেট শহরে মণিপুরী মহিলাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হাব পুরুষের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। উদাহরণস্বরূপ বর্তমানে সিলেট শহরে মোট ৬ জন মণিপুরী শিক্ষার্থী বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখাপড়া কবছে এবে মধ্যে মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪ জন ও পুরুষ ২ জন। অন্যদিকে বর্তমানে সিলেট শহরে মণিপুরীদের মধ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনকারীর সংখ্যা ২৬ জন। এর মধ্যে মহিলা ১৮ জন এবং পুরুষ মাত্র ৮ জন। এটি পুরুষের চেয়ে মহিলাবা সাধারণ শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাবার একটি উল্লেখযোগ্য চিত্র এবং নারী-পুরুষের মধ্যে শিক্ষার এ ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফলে বর্তমানে মেডিকেলসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী মণিপুরী মহিলাদের মধ্যে ভবিষ্যতে তাদের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে পারিবারিক জীবনে তাদের সমমান শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্র পাওয়া যাবে কিনা এ নিয়ে অনেকে দ্বিধাদ্বন্দে ভোগছেন। কাবণ বর্তমানে স্কুলের গতি সমাপ্ত করতে পারেনি এমন অনেক ছেলেদের সাথে অনেক অভিভাবককে তাদের উচ্চ মাধ্যমিক পাশ বা অধিক শিক্ষিত মেয়েদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে দিতে হচ্ছে।

কেস স্টাডি-(১)

নৃশিতম্বী (ছদ্ম নাম) সিলেট শহরে সাধারণ মণিপুরী পরিবারে জন্ম নেয়া একটি মেয়ে। ছোটবেলা থেকে সে খুব শান্ত শিষ্ট এবং লেখাপড়ায় তাব যথেষ্ট ঝোক ছিল। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এবং শৈশবে বাবা মারা গেলেও নিজের একক প্রচেষ্টায় একসময় স্নাতক ডিগ্রী অর্জন কবতে সক্ষম হয়। তাব মায়েব স্বপ্ন ছিল দরিদ্র এবং স্বামী না

থাকাসত্ত্বেও মেয়ে যেহেতু শিক্ষিত হয়ে উঠছে তাই তিনি মেয়েকে নিশ্চয়ই একটি ভাল পাত্রের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিত হতে পাববেন। মেয়ে লেখাপড়া সমাপ্ত করার পব কিছু দিন বেকার থাকলেও পরে একটি সরকারী চাকুরীতে যোগদান কবে। কিন্তু দারিদ্রতা, গায়ের রং শ্যামলা থাকার কারণে শৈশবে পিতা হাবানো এই মেয়ের মা মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। অন্যদিকে প্রতিবেশি এবং ডাব নিকটজনেবাও মেয়ের গায়ের রং একটু শ্যামলা বলে মেয়ের বিয়ের বিষয়ে তেমন বাছবিচার না কবাব পরামর্শ দেন। নিরক্ষর মাও প্রতিবেশি এ সকল কথাই মেয়েকে বিয়ে নিয়ে বেশ দুঃস্থায় পড়ে পববর্তীতে ঐ মেয়েকে তাড়াহড়ো করে পাত্র হিসেবে বিদ্যালয়ে গভি না পেরোনো একটা ছেলেব হাতে তুলে দেন।

এখানে অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে পারিবারিক জীবনে পুরুষবা তাদের স্ত্রীদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত হলে কোন প্রশ্ন থাকে না। কিন্তু মহিলাবা পুরুষের চেয়ে বেশি শিক্ষিত হলে দোষের কি? এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে, মণিপুরী সমাজ ব্যবস্থা বাঙালীদের মতই পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা হওয়ার কারণে এখানে পারিবারিক বা সামাজিক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা খুবই গৌণ। তাই একটি পরিবারে পুরুষের চেয়ে মহিলা অধিক যোগ্য ও শিক্ষিত হলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা এখনো নগণ্য। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী শিক্ষিত মহিলাবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের সেই শিক্ষাকে পারিবারিক জীবনে নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। বিষয়টি সবাইকে খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের এ ক্রমবর্ধমান ব্যবধানকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। বিষয়টি বিশেষ করে বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুরীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং আগামীতে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর পরিচিতি ও অস্তিত্বের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। এ বিষয়ে কবণীয় সম্পর্কে আমাদের বর্তমান নেতৃবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অভিভাবকগণ এখনই উদ্যোগী না হলে এম ভবিষ্যত পরিণাম কি হতে পারে তাব কিছু কিছু আলামত আমবা অনেকে ইতোমধ্যে কম-বেশি অনুধাবন করতে শুরু করেছি। বিষয়টি নিয়ে সকলকে যার যাব অবস্থান থেকে এখনই ভাবতে হবে। ভাবতে হবে নারীর পাশপাশি কিভাবে পুরুষদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে মহিলাদের ভবিষ্যত সু-সম পারিবারিক জীবন সুনিশ্চিত করা যায়। শিক্ষিত এবং যোগ্য মহিলাদের সামাজিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করাও খুবই জরুরী। এটি এখন সময়ের দাবি। আমরা জানি বিখ্যাত সন্ন্যাস নেপোলিওন বলেছিলেন- 'Give me a good mother I will give you a good nation' সন্ন্যাস নেপোলিওনের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন অনুযায়ী বর্তমানে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক ঘরে ঘবে ভাল মা'র জন্ম হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা তাদের জন্য একটি ভাল ক্ষেত্র বা জায়গা তৈরী কবে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। মণিপুরী সমাজে বর্তমান জেগে উঠা এ সকল নারীদের একটি যথাযথ অবস্থান তৈরী করা সম্ভব হলে আগামী এক দশকে এ দেশে মণিপুরী জনগোষ্ঠীকে একটি কাজিকত লক্ষ্য নিয়ে যাওয়া যেমন সম্ভব তেমনি বর্তমানে বিরাজমান সমস্যাসমূহ থেকে এ জনগোষ্ঠীর উত্তরণ ঘটতে ব্যর্থ হলে এর বিপরীত ফল ভোগ করার জন্যও নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, অতীতে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ এ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী

বর্তমানে একটি ক্রান্তিলগ্নে প্রবেশ করেছে। সবাইকে এ ক্রান্তিলগ্ন সুষ্ঠুভাবে অতিক্রমের জন্য নিজস্ব জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা ও মনন দিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। অন্যথায় এ দেশ থেকে এ জনগোষ্ঠীর পরিচিতি ও অস্তিত্ব চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

মণিপুরী নেতৃত্বের ধরন, বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

পৃথিবীতে বসবাসরত প্রায় সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাধাবণতঃ এক বা একাধিক ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব সামাজিক কাঠামো (Traditional Social Structure - TSS) থাকে। যার মাধ্যমে নিজ নিজ সমাজের প্রায় সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান করা হয়ে থাকে। মণিপুরী আদিবাসী জনগোষ্ঠীরও এ ধরনের একটি নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সামাজিক কাঠামো রয়েছে। 'লৈপাক' মণিপুরী জনগোষ্ঠীর এ ধরনের একটি সর্বোচ্চ সামাজিক কাঠামোর নাম। তবে এলাকা বিশেষে এই নামে কিছুটা ভিন্নতা থাকলেও সমাজে তাদের মূল ভূমিকা বা দায়িত্ব প্রায় একই ধরনের। মণিপুরী সমাজে এ সামাজিক কাঠামোর মূল কাজ হচ্ছে সমাজের নানাবিধ বিবোধ মীমাংসা করা। সুদূর অতীতকাল থেকেই এ সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে মণিপুরীদের অধিকাংশ সমস্যা নিষ্পত্তি হয়ে আসলেও বিগত প্রায় এক দশক বা তাবও বেশি সময় ধরে সমাজে তা তেমন একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পাবে বলে মনে হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি শ্রদ্ধা বেখেই বলতে চাই- কালের বিবর্তনে এবং বর্তমান বিভিন্ন সামাজিক পট পরিবর্তনের কারণে মণিপুরী সমাজের এই 'লৈপাক' এর গুরুত্ব বা গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। এর পেছনে যেসকল কারণগুলো কাজ করছে যেসগুলো হলো - এই প্রচলিত সামাজিক কাঠামোর কোন বাল্লীয় আইনগত ভিত্তি (State Recognition) না থাকা, যা বা এর নেতৃত্বে রয়েছেন তাদের কাবো কাবো বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ, অনেকের উপযুক্ত যোগ্যতা ও সততাব অভাব এবং সর্বোপরী দূর্বদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাবে ভুল এবং পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও লৈপাক সম্পর্কে সাধারণ মানুষের পূর্ণ ধারণার অভাব ইত্যাদি। ফলে পুরো মণিপুরী সমাজ বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় একটি ভয়ানক অবস্থায় দিকে ধাবিত হচ্ছে। কাবণ এখন পর্যন্ত এই সামাজিক কাঠামোর কোন বাল্লীয় স্বীকৃতি না থাকায় তাদের গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাবা সমাজের কাউকে বাধ্য করতে পাবেন না। এটি হচ্ছে এই সামাজিক কাঠামোর সবচেয়ে দূর্বল দিক। বর্তমান লৈপাক কোন বিষয়ে তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত সমাজের কাউকে আইনগতভাবে মানতে বাধ্য করতে না পারার কারণে এখন প্রায়শ ই লৈপাক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে পববর্তীতে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে লোকজন বিভক্তি হয়ে লৈপাক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কখে দাডায়। তাই বর্তমান লৈপাক এর পক্ষে এখন আর পূর্বের ন্যায় সমাজের প্রচলিত বীতি-নীতি বিরোধী কোন বিষয়ে সামাজিক শৃংখলা আনয়নের ক্ষেত্রে কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। মণিপুরী সমাজের এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল সামাজিক কাঠামো লৈপাক এর এই দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্যক্তি বিশেষের কিছু সমাজ বহির্ভূত কার্যাবলিকে এই লৈপাক থেকে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য বহুমুখী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার কিছু কিছু অধিক গুরুতর বিষয়গুলোর জন্য তারা খুব সতর্কতার সাথে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে লৈপাক এর গতিবিধি এবং সাধারণ

মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মতামত পর্যবেক্ষণ কবছে। তাদেব এই অপতৎপবতার ফলে মাঝে মধ্যে সমাজের প্রথা ও রীতি নীতি বিবোধী কাজ কবেও অনেক পার পেয়ে যাচ্ছে। ফলে মণিপুরীদের এই সামাজিক কাঠামো বর্তমানে দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে এই স্বার্থান্বেষী মহল এলাকাব প্রভাবশালী লোকদেব (লৈপাক এর সাথে সংশ্লিষ্টদেব) আত্মীয়তাব দোহাই দিয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদানেব মাধ্যমে নিজেদেব আয়ত্বে নিয়ে যাবাব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ মণিপুরী জাতি এবং সমাজকে যাবা মনে প্রাণে ভালবাসেন তাদেবকে এই স্বার্থান্বেষী মহলেব এ সকল হীন প্রচেষ্টাব বিকল্পে সচেতন থাকা এবং এদেব বিকল্পে কখে দাঁড়ানোব এখনই সময়। এটি নিঃসন্দেহে এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য একটি অশনি সংকেত।

তাই এ জনগোষ্ঠীকে ভবিষ্যতে নিজেদেব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই এই জনগোষ্ঠীব বর্তমান সামাজিক কাঠামো লৈপাককে আবে অনেক বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। যাতে বর্তমান স্বার্থান্বেষী মহল মণিপুরীদের দীর্ঘদিনেব শ্রদ্ধার জায়গা এবং ঐক্যেব প্রতীক এই ঐতিহ্যবাহী সামাজিক কাঠামো লৈপাককে তাদেব ক্রীড়ানকে পবিত্রত কবতে না পাবে। তবে সময়েব তাগিদে হয়তো এই লৈপাক এব কিছুটা পবিবর্তনের প্রয়োজন হতে পাবে। মনে রাখতে হবে মণিপুরী জনগোষ্ঠীব এই বর্তমান সামাজিক কাঠামো অনেক পুৰনো বীতিনীতিব দ্বারা পচালিত। তাই প্রাচীন এ সামাজিক কাঠামোকে যত দ্রুত বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পূর্ণগঠন কবে শক্তিশালী কবা সম্ভব হবে ততোই এ জনগোষ্ঠীব জন্য মঙ্গল। পাশাপাশি মণিপুরীদের সামাজিক কাঠামো লৈপাক এবং এব দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে একটি আইনগত ভিত্তি প্রদানেব জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ কবা খুবই জরুরী। সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজেদেব সকল প্রকাব সংকীর্ণ মনোভাব পবিসার কবে, অতীতেব ন্যায় এ জনগোষ্ঠীব ঐক্য নিশ্চিত কবাব জন্য এ কাজে এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরী। এ জনগোষ্ঠীব সবাইকে উপলব্ধি কবতে হবে, যে বিষয়টি আজ নিজেদেব অস্তিত্বেব জন্য অপবিসার্য তা নিয়ে বাজনীতি কবাব কোন সুযোগ নেই।

আমাব ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা থেকে মনে কবি পূর্বে মণিপুরী সমাজে মেধাবী ও অধিকতব যোগ্যতা সম্পন্ন লোকেব অভাব হলেও এলাকা ভিত্তিক অনেক প্রভাবশালী এবং যোগ্য ব্যক্তিত্ববান লোক ছিল। যাবা সমাজেব বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তাদেব ব্যক্তিত্ব ও বিচক্ষণতা দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেছেন। আজ মণিপুরী সমাজে এ ধবনের ব্যক্তিত্ববান লোক আব খুব একটা দেখা যায়না। কাবণ এসকল লোক তাদেব ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা দিয়ে বিভিন্ন সংকটময় মুহূর্তে সমাজকে নেতৃত্ব দিয়ে গেলেও তাবা সমাজেব জন্য কোন নতুন নেতৃত্ব তৈরী কবে দিয়ে যেতে পাবেননি। তাই মণিপুরী জনগোষ্ঠীব মধ্যে এখনো সঠিক কোন নেতৃত্ব গড়ে উঠেনি বা গড়ে উঠতে দেয়া হয়নি।

অন্তর্মুখী সহজাত বৈশিষ্ট্য পৃথিবীব প্রায় সকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীব অংশ হিসেবে মণিপুরী জনগোষ্ঠীও কিছুতেই এ সহজাত বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বে নয়। বরঞ্চ মাঝে মধ্যে আদিবাসীদের এ সহজাত বৈশিষ্ট্য মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরো বেশি তীব্র ও প্রকট আকারে লক্ষ্য কবা যায়। হয়তো আমাব এ মতেব সাথে অনেকেই দ্বি-মত পোষণ কবেবেন। এ জনগোষ্ঠীর বর্তমান নেতৃবৃন্দ এ জনগোষ্ঠীকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সময়ে সময়ে অনেক কাজ

কবে যাচ্ছেন। শ্রম দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। কিন্তু তাদের দুর্বদশীতা এবং সঠিক কর্মকৌশলের অভাবে এ জনগোষ্ঠী এখনো তাদের কাজিত লক্ষ্যে পৌছাতে পারেনি এমনকি সে পথেব যাত্রা এখনো শুরু করতে পারেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অযোগ্য এবং অদুর্বদশী নেতৃত্বের কারণে এ জনগোষ্ঠীর বর্তমান এ বহুমুখী সংকটের সূত্রপাত। আমাদের জানামতে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কর্মবত কোন সামাজিক সংগঠন তাদের বিবাজমান বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সবকাবেব উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণ মহলের সাথে এখনো কোন বৈঠক বা এ নিয়ে কোন মতবিনিময় সভাব আয়োজন করে কোন উল্লেখযোগ্য দাবি উত্থাপন করে নি। এমনকি অনেকে এর প্রয়োজনীয়তা এখনো অনুভব করেনি। এটি বর্তমান সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক দুর্বলতাব একটি বৈশিষ্ট্য। এ জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সবকাবেব সহযোগিতাব কোন বিকল্প নেই। অথচ এ কাজগুলো করার জন্য সব সবকাবেব সময়ই এ জনগোষ্ঠীর অনুকূল পরিবেশ ছিল এবং এখনো আছে। শুধুমাত্র সঠিক উদ্যোগেব অভাবে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা হয়নি। তাই কিছু কিছু সাফল্যেব জন্য বর্তমান নেতৃত্বদ্বন্দ্ব যেমন ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা পাবাব যোগ্য, তেমনি বর্তমান প্রেক্ষাপটে জন্ম নেওয়া বিভিন্ন সামাজিক সংকটের দায়ভাবও তাবা এডাতে পারেন না। নিজেদের অনেক ক্ষুদ্র স্বার্থকে কেন্দ্র করে অনেক নেতৃত্বদ্বন্দ্ব অতীতে এবং বর্তমানে সমাজে নানা ধবনের বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং কবছে। অনেক সময় তাবা তাদের ব্যর্থতাকে ঢাকতে এবং তাদের নেতৃত্ব পাকাপোক্ত করার জন্য এ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব প্রচলিত স্থানীয় সমাজ ব্যবস্থাব বাইরে বিভিন্ন শক্তিব উৎসেব সমর্থন ও সহযোগিতা কাজে লাগিয়ে বর্তমান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন প্রজন্মেব সহজ সবল মেধাবী তরুণদের মগজ ধোলাইয়েব মতো কাজও করা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। এ মুহূর্তে অনেক পূর্বে একটি দৈনিকে পড়া কয়েকটি ইংরেজি বাক্য আমাব মনে পডছে, তা অনেকটা এ ধবনের (ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী) - Some body can mistake for some days or some body can mistake forevere, even everybody can mistake for some days but everybody cannot mistake forevere আমি বিশ্বাস কবি, এ জনগোষ্ঠীর বর্তমান প্রজন্মেব মধ্যে সমাজেব জন্য ত্যাগী এবং যোগ্যতা সম্পন্ন মেধাবী তরুণ আছে, যাদেরকে কোনকিছুব বিনিময়ে চিবদিনেব জন্য দমিয়ে রাখা যাবে না। সকল স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে এ প্রচুর সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠীকে তাবা একদিন সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানেব মাধ্যমে আলোব পথে এবং সবাব কাজিত গন্তব্যে নিয়ে যাবে। তবে তার জন্য নতুন প্রজন্মকে সঠিকভাবে চোখ কান খোলা বেখে আবো যোগ্যতা অর্জনেব মধ্য দিয়ে নিজেব প্রতি, নিজেব কাজের প্রতি অগাধ আস্থা অর্জন করার পাশাপাশি এ জনগোষ্ঠীর আস্থাও অর্জন করতে হবে। এ জনগোষ্ঠীর সদস্য হযেও যাবা প্রকৃত অর্থে নিজেদের উন্নতি এবং সামনের দিকে এগিয়ে চলাকে পছন্দ করে না, তরুণবা যেন সে সকল ব্যক্তিদের পাতানো ফাঁদে পা না পড়ে সেদিকে তীক্ষ্ণ খেয়াল বেখে পথ চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বর্তমান নেতৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মকে সঠিক দিক নির্দেশনা দানে সকল ক্ষেত্রে এখনো ব্যর্থতাব পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

তারা বর্তমান মেধাবী তরুণদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতের জন্য কোন নতুন নেতৃত্ব তৈরীতে আগ্রহী নয়। একটি স্বার্থাশেষী মহল এই সমাজকে নেতৃত্বশূণ্য দেবতে চায়। কিন্তু যে কোন জাতির উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে সে জাতির তরুণ এবং মেধাবীদের মেধাকে কত সফলভাবে কাজে লাগানো যায় তার উপর। আবার তরুণদের মেধার উন্মেষ ঘটাতে হলে পুরনো নেতৃত্বকে তাদের ভাল কাজগুলোর জন্য প্রশংসা, উৎসাহ ও স্বীকৃতি প্রদান খুবই জরুরী। মণিপুরী সমাজ ব্যবস্থায় যার প্রকৃত প্রচলন এখনো অনুপস্থিত। এটা সবার জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সুতরাং বর্তমান তরুণ প্রজন্মকে জাতীয় স্বার্থে এবং সবার মঙ্গলের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তাদের ভাল কাজের জন্য এখনই প্রশংসা ও স্বীকৃতি দিতে হবে। এই সংস্কৃতি নিজেদের মধ্যে অবিলম্বে এখনই গড়ে তোলা উচিত। আমি একটি বিষয় খুবই আশ্বাস সাথে বলতে চাই, মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন সবকারী এবং বেসবকারী সেষ্টরে অনেক সুনামের সাথে কাজ করছে এমন মেধা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন লোকের সংখ্যা এখন আর খুব একটা কম নয়। তারা এ জাতির সম্পদ, এ জনগোষ্ঠীর গর্ব। নিজেদের অস্তিত্ব ও উন্নয়নের স্বার্থে এখনই এসকল মেধাবীদের সমন্বয় ঘটানো খুবই প্রয়োজন এবং অপরিহার্য।

মণিপুরী প্রবীনদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কিছু প্রেক্ষাপট

পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান। এই প্রবাদটি অতীতে বাংলার অপরাপর জনগোষ্ঠীর ন্যায় মণিপুরী জনগোষ্ঠীর প্রায় প্রতিটি পবিত্রতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে এ প্রবাদটি আজ অনেকটা ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। আজকাল পুকুর ভরা মাছতো দূরের কথা, মাসে অনেকে তাদের খাবার পেটে এক টুকরো বড় মাছের টুকরো পাওয়া অনেকটা স্বপ্নের মতো একটা বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া মাঝে মাঝে ভাগ্যে যাও জুটে তাতেও যে মানবজীবনের ক্ষতিসাধনকারী ফরমালিন নামক রাসায়নিক পদার্থ যে নেই তা নিশ্চয়তাই বা কে দেবে। বর্তমানে ভেজালযুক্ত খাবার এ দেশের একটি প্রধান সমস্যা। এমনকি বর্তমানে মানুষ নামে এক শ্রেণীর অমানুষ জীবন বক্ষাকারী ওষুধেও ব্যাপক আকারে ভেজাল করতে শুরু করেছে। কিছুদিন পূর্বে দেশের একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ভেজাল ওষুধ সেবনের ফলে অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে দেশে ২৮টি নিম্পাপ শিশুর প্রাণহানীর মতো ঘটনাও ঘটেছে। আজকাল খাদ্যে ভেজাল, ওষুধে ভেজাল, পরিবেশে ভেজাল, পানিতে ভেজাল সর্বোপরি মানুষের মনন এবং চেহারাতেও ভেজাল। সর্বত্রই ভেজালের ছড়াছড়ি। আমরা দাবি কবি, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে আমাদের সাধারণ মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বিশেষ করে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আমার পর্যবেক্ষণ একটু ভিন্ন। এমনকি আমার এ পর্যবেক্ষণ অপরাপর জনগোষ্ঠীর বেলায়ও প্রযোজ্য হতে পারে। আমার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বর্তমানে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর গড় আয়ু পূর্বের চেয়ে হ্রাস পাচ্ছে। কারণ আমার ছেলে বেলায় মণিপুরী গ্রামসমূহে ৮০/৯০ বছর বয়সের প্রচুর প্রবীন লোক দেখা যেতো যারা তখনো পরিবারের সাধারণ টুকিটাকি কাজ করার পাশপাশি গ্রামের রাস্তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমার বাবার নানীর (ইবেছৌ এর) মৃত্যু হয় আমার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সমাপ্ত হবার পর। মৃত্যুকালে তার বয়স ১০২ কি ১০৩ বছর ছিল বলে জানা যায়। আর

আমার নানা মারা যান আমার স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সমাপ্ত কবে একটা চাকুরীতে যোগ দিয়ে আমার প্রথম সম্ভান জন্মের প্রায় দু'বছর পর । তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ এর কিছু উপবে । আব আমার আপন দাদু (ইপু) যখন মারা যান তখন আমার ঘরে দু'টো সম্ভান । তাবও মৃত্যু হয় ৯০ বছরের কিছু উর্ধ্বে । বর্তমানে মণিপুরী পবিবারগুলোতে এমনকি বড় বড় ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতেও ৭০ বছর বা তাব অধিক বয়সেব প্রবীন লোক আব তেমন চোখে পড়ে না । তাছাড়া বিগত প্রায় এক দশক ধরে মণিপুরীদের মধ্যে যাবা বার্ষিক্যজনিত বোগে মাবা গেছেন তাদের অধিকাংশের গড বয়স কিছুতেই ৬০/৬৫ এব বেশি নয় । এ মৃত্যুকালীন বয়সের গড ক্রমান্বয়ে আরো হ্রাস পাচ্ছে । আমাব ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণে এব অনেকগুলো কাবণ বয়েছে । এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খাদ্যাভাস পবিবর্তন । মণিপুরীদের একান্ত নিজস্ব কিছু ঐতিহ্যবাহী খাদ্য উপাদান (Menue) বয়েছে যা সাধারণত এ দেশের মূল স্রোতধারাব লোকদেব নিকট তেমন একটা পরিচিত নয় বা তাবা এ সকল খাদ্য উপাদানসমূহ খেতে অভ্যস্ত নয় । অখচ সেগুলো খেতে খুবই সুস্বাদু, পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন বোগ প্রতিবোধেও সহায়ক । সে ক্ষেত্রে উদাহরণস্বকপ মাশকমেব কথা বলা যায় । বর্তমানে খুব বেশি দিন হয়নি মাশকম আমাদেব নিকট স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী এবং বোগ প্রতিবোধক একটি খাদ্য উপাদান হিসেবে পবিচিতি লাভ কবেছে । অখচ আজ থেকে বহু বছর আগে থেকেই মণিপুরীবা এই মাশকম যখন গ্রামাঞ্চলে তাদেব ঐতিহ্যবাহী একটি সুস্বাদু খাবার হিসেবে খেতো তখন প্রতিবেশী বাঙ্গালিরা তাদেব ভাষায় এটি শুধু উপজাতিদেব জন্য একটি অখাদ্য খাদ্য উপাদান হিসেবে মনে কবতো । কিন্তু আজ অনেকদিন পর এটি স্বাস্থ্যসম্মত এবং বোগ প্রতিবোধে সহায়ক একটি খাদ্য উপাদান হিসেবে সর্বজনেব নিকট স্বীকৃতি লাভ কবেছে । উল্লেখ্য, মণিপুরী জনগোষ্ঠী মূলত তিন ধবনেব মাশকম খাবার হিসেবে গ্রহণ কবে । সেগুলো হলো, চাকয়েন (খড়কুটা থেকে জন্ম নেয়া সাধাবণ মাশকম), চেঙ্গুম (উচু মাটিব চিবিতে বছরের বিশেষ সময়ে বিশেষ কবে গ্রীষ্মকালে জন্ম নেয়া এক ধবনেব মাশকম), উ-য়েন (গাছে জন্ম নেয়া মাশকম) । তবে প্রথম দু' প্রকাব মাশকম মণিপুরীদের নিকট খুবই জনপ্রিয় হলেও সর্বশেষ উল্লেখিত মাশকমটি তেমন একটা খেতে দেখা যায়না । এগুলো ছাড়াও বর্তমানে দুঃপ্রাপ্য আবো অনেক প্রকাব প্রাকৃতিক লতাপাতা মণিপুরী জনগোষ্ঠীর খাদ্য তালিকাতে আছে (যেমন, য়েনাম, চাকয়েন, চেঙ্গুম, তোনিংখক, লৈখামান, মায়াংবা, ফাকফাই ইত্যাদি) যা আমাদের মানব স্বাস্থ্যেব জন্য খুবই উপকারী । তাছাড়া মণিপুরীদের বিশেষভাবে তেল ছাড়া রান্না কবা কতগুলো ম্যানু (Menue) যেমন, উতি, ইবোম্বা, কাংসোয়, কাঞ্জি, গুনম ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ সব খাদ্যের প্রকৃত পুষ্টিগুণ এবং এগুলো আমাদের মানব স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু উপকারী সে বিষয়ে আবো গভীরভাবে জানাব জন্য আগামীতে আবো বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পবীক্ষা-নিরীক্ষার দাবি রাখে । বর্তমানে পবিবেশের নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য মানব সৃষ্ট পবিবেশ দূষণেব প্রভাবে এ সকল উপকারী প্রাকৃতিক খাদ্য উপাদানগুলোব অনেকটাই আজ আমাদের চারপাশের পবিবেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে । আমাব ধারণা, একদিকে গ্রামে বসবাসরত মণিপুরী জনগোষ্ঠীব লোকজন বর্তমানে এ সকল উপকারী প্রাকৃতিক খাদ্য উপাদানগুলো খাবাব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে

আধুনিকতার ছোঁয়ায় বর্তমানে বিভিন্ন ভেজালযুক্ত খাবার গ্রহণের ফলে তাদের গড় আয়ু কমে যাচ্ছে। আবার শহরে বসবাসবত এক শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মণিপুরী তরুণ/তরুণী এবং নতুন প্রজন্ম তাদের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যবাহী এ সকল মূল্যবান বাদ্য উপাদানগুলোকে নিতান্তই বাজে খাদ্যাভ্যাস হিসেবে মনে কবে এগুলো বেতে সংকোচবোধ করেন। নিজেদের এসকল স্বাস্থ্য সহায়ক খাবার উপাদান থেকে তাবা আজ সবে গিয়ে আধুনিক ফাস্টফুড, মাছ ও মাংস জাতীয় (যদিও সামাজিকভাবে মাংস খাওয়া স্বীকৃত নয়) খাবারের দিকে ঝুঁকে পড়ায় তাবাও বর্তমানে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায ভুগছেন।

তাছাড়া মণিপুরীদের প্রথাগত নিজস্ব কিছু ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি (Method of Indigenous Treatment-MIT) ছিল যা এখনো আংশিকভাবে সমাজে বিদ্যমান তা এক সময় মণিপুরী সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল। মণিপুরী জনগোষ্ঠীর প্রায় প্রতিটি গ্রামগুলোতে মাইবা (পুরুষ কবিবাজ)/মাইবী (মহিলা কবিবাজ) নামে এক শ্রেণীর গুণী কবিবাজ থাকতো তাবা নিজস্ব কিছু চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে (যেমন, ঝুংলি পাইবা, খেন য়েংবা, চাবান থবা, উ-শিন তৌবা ইত্যাদি) বিভিন্ন বোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। তাবা নাম মাত্র সম্মানীর বিনিময়ে সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত থাকতো। তাঁরা কোন প্রকার লোভের বশবর্তী না হয়ে তাদের সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্ববোধ থেকে সমাজে অকৃত্রিমভাবে এ দায়িত্ব পালন করতেন। হয়তো মানুষের অগাধ বিশ্বাস ও সেসকল মাইবার অকৃত্রিম ভালবাসার মধ্য দিয়ে চিকিৎসা সেবা প্রদানের কাবণে তাদের চিকিৎসায় অনেক গুরুতব বোগীদেরও সুস্থ হতে দেখেছি। মণিপুরী সমাজে সেই নিজস্ব পদ্ধতির চিকিৎসকও আজ প্রায় বিলুপ্ত। তবে এখনো হাতে গোনা কয়েকজন আছেন যাঁরা জনসেবার চেয়ে নিজেদের আর্থিক লাভকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। মণিপুরী জনগোষ্ঠীর লোকজন বিভিন্ন কাবণে এখন এ সকল চিকিৎসা পদ্ধতি ও বর্তমান মাইবাদের আব নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। তাছাড়া বর্তমান সময়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পব এ প্রজন্মের অধিকাংশ মণিপুরী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন চাকুরীর সুবাদে নিজ নিজ এলাকার বাইরে অনেক দূবে কর্মস্থলে তাদের পবিবাব (স্বামী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে) নিয়ে বসবাস কবায় বর্তমান প্রবীনরা আব পূর্বের ন্যায় তাদের বার্ষিকাকালে বিভিন্ন অসুখ বিসুখে তাদের ছেলে মেয়েদের সান্নিধ্য ও সেবা শ্রম্ষা পান না। ফলে সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা ও সেবা শ্রম্ষার অভাবে অনেক সাধারণ অসুখ বিসুখেও গ্রামের বয়স্কদের এখন বিনা চিকিৎসায়, অপচিকিৎসায় বা অর্ধ-চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ কবতে হচ্ছে। আমাদের মধ্যে সাধারণ একটি ধারণা হচ্ছে, আমাদের অভিভাবকদের যাদের বয়স ৬০, ৬৫ বা ৭০ এব কোঠায় তাদের কাবো শাবিবীক অসুস্থতা দেখা দিলে এটাকে আমবা সাধারণ বার্ষিকাজনিত অসুস্থ বলে এব তেমন উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবি না। আবার অনেকের ক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কাবণে তাদের পবিবারের প্রবীনদের ঠিকমতো চিকিৎসা সেবা প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে। এ সকল কারণেও বিশেষ কবে গ্রামের অনেক প্রবীন তাদের নির্দিষ্ট আয়ু পূর্বেই সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে মাবা যাচ্ছেন। অথচ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বয়স্ক বা প্রবীণদের কোন কিছু হলে তাদের আরো যত্ন ও গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা সেবা দেয়া দরকার।

কেস স্টাডি-২

খান্দা সিংহ (ছদ্ম নাম) মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ (ভানুগাছ) উপজেলার একটি মণিপুরী গ্রামে বসবাস করা ৬০ বছর বয়সের একজন বৃদ্ধ। তার মূল পেশা কৃষি হলেও বয়সের কারণে সে আর কৃষিকাজ করতে পারে না। তাই এই বৃদ্ধ ত্রীকে নিয়ে বাড়ীতেই থাকে। তার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। প্রথম ছেলে একটি টেকনিক্যাল কাজ নিয়ে সপরিবারে শহরে বসবাস করছে। বড় ছেলের আয় বোজগার খুব একটা ভাল না হলেও পরিবার নিয়ে কোন বকম শহরে থাকতে পারে। তবে তার এ আয় থেকে ভবিষ্যতের জন্য কোন প্রকার সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। কারণ তারও বর্তমানে দুই সন্তান। বৃদ্ধের দ্বিতীয় ছেলে স্নাতক পর্যন্ত লেখাপড়া করে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিয়ে সেও সপরিবারে অন্য আরেকটি শহরে থাকে। তারও আয় বোজগার খুব একটা ভাল বলা যায় না। আর একমাত্র মেয়েকে প্রায় ২ বছর পূর্বে পাশের গ্রামে একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সাথে বিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের সব সন্তানই তাদের মা বাবাকে নিয়ে খুব চিন্তা করে। কিন্তু কাজের চাপে এবং অনেক সময় অর্থভাবে গ্রামে তাদের ছেলেদের খুব একটা আসা হয়ে উঠে না। মাঝে মধ্যে হাত খবচের জন্য টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে ছেলেরা লোক মাঝফত মা বাবার জন্য টাকা পাঠায়। তবে নিজের কিছু জমি থাকায় খাবার নিয়ে তেমন চিন্তা করতে হয় না। এক দিন খান্দা তার তলপেটে ব্যাথা অনুভব করে এবং তাদের ছেলেরা যখন বাড়ীতে বিভিন্ন ছুটিতে ২/১ দিনের জন্য আসতো তখন তাদেরকে এই সমস্যার কথা বলতো। কিন্তু ছেলেরা একদিকে আর্থিক সমস্যা অন্যদিকে বাড়ীতে তাদের মা একা থাকতে সমস্যা হওয়ায় গ্রামের একজন চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে ওষুধ খাওয়াতো। এভাবে প্রথম প্রথম এ ওষুধে যথেষ্ট কাজ হলেও বছর দেড়েক পর আর সে চিকিৎসায় কাজ হচ্ছে না দেখে ছোট ছেলে বাবাকে শহরে নিয়ে এসে একজন ভাল চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। চিকিৎসক খান্দাকে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে অনেকগুলো টেস্ট করার পরামর্শ দিলেন। টেস্ট এর বিপোর্ট অনুযায়ী খান্দার পাকস্থলীতে ক্যান্সার ধরা পড়ে। চিকিৎসক জানান, আরো ৪/৫ মাস পূর্বে খান্দাকে পেলে কিছু ওষুধ দিয়ে হয়তো সহজে তাকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হতো। দেবী করে ফেলায় এখন আর অস্ত্রোপচার ছাড়া কোন বিকল্প নেই। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দু'ছেলে গ্রামের কিছু জায়গা বিক্রি করে বাবাকে ঢাকায় অস্ত্রোপচার করায়। ডাক্তার খুব সফলভাবে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে বলে দাবি করলেও পরে এক বছরের মাথায় খান্দার মৃত্যু হয়। পরে দ্বিতীয় ছেলে তার বৃদ্ধা মাকে শহরে নিয়ে আসে। বৃদ্ধা মা শহরের পরিবেশে খুব অস্বস্তি নিয়ে বসবাস করছে। বর্তমানে তাদের সেই গ্রামের বাড়িটি আর নেই এবং গ্রামের অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে তাদের যোগাযোগ আজ অনেকটা বন্ধ।

আমাদের সমাজে এম ব্যতিক্রমও যে ঘটে না তা কিন্তু নয়। তবে আমরা এ বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাই আমাদের সমাজে প্রবীণ যারা আছেন তারা যাতে সঠিক চিকিৎসা পেয়ে সঠিক সময়ে একটু শান্তিতে মৃত্যুবরণ করতে পারে এটা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়েও আমাদের চিন্তা করতে হবে। মনে রাখতে হবে আমাদের সবার জন্যই এ সময় অপেক্ষা করছে। আর বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ মণিপুরী তাদের সাধারণ শিক্ষাজীবন বা অন্যান্য কারিগরী শিক্ষা সমাপ্ত করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নিয়ে বাইরে বসবাস করার প্রবণতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক মণিপুরী

প্রবীণদের জীবনের নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হবার পাশপাশি অনেক মণিপুরী গ্রাম আজ প্রায় যুবকশূন্য হবার পথে। যার ফলে নিজ নিজ এলাকা অনেকটা মেধাশূণ্য অবস্থায় পড়ে আছে। এ সুযোগ নিয়ে এলাকার এক শ্রেণীর স্বার্থাশ্রিত মহল বিভিন্ন প্রকার সুযোগ গ্রহণ করারও পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার বাইরে যাবা বিভিন্ন কর্মসূত্রে অবস্থান করেন তাবাও কর্মসূত্রে বিভিন্ন ব্যস্ততা এবং বাস্তবতার কারণে অনেক সময় আন্তরিক স্বদিক্কা থাকা সত্ত্বেও অভিব্যক্তদের প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। এ বিষয়টিকে সমাজের বিচ্ছিন্ন কারো ব্যক্তিগত সমস্যা হিসেবে বিবেচনা না করে সমাজে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব কি হতে পারে তা গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন কবে এ সমস্যা সমাধানেও সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা আগামী দিনগুলোতে মণিপুরী জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকা তথা গ্রামগুলোর অস্তিত্ব আদৌ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে কিনা তা ভাবতে হবে।

বর্তমানে মণিপুরীদের আর্থ-সামাজিক ও ভূমি সমস্যা

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি মণিপুরীদের ক্ষেত্রে প্রায় সবাব জন্য এক সময় পুকুর তবা মাছ, আব গোলা ভবা ধান প্রবাদটি প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু আজ এগুলো শুধুই স্বপ্ন বা কপকথার মতো মনে হয়। অতীতেব ন্যায় এখনো এ জনগোষ্ঠীর প্রায় সিংহভাগ লোক কৃষির উপব নির্ভরশীল হলেও বর্তমানে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচুর ভূ-সম্পত্তিব মালিক এমন ব্যক্তি আর নেই। মণিপুরীদের মধ্যে যাবা গ্রামে বসবাস কবছে তাবা বিগত প্রায় এক থেকে দেড় দশক ধবে বিভিন্ন কাবণে পূর্ব পুরুষদের বেখে যাওয়া প্রচুর ভূ-সম্পত্তি বিক্রি কবেছেন। একইভাবে শহরে যাবা বসবাস কবছেন তাবাও এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত। জমি বিক্রির ক্ষেত্রে শহব ও গ্রামাঞ্চলে বসবাসকাবী মণিপুরীদের মধ্যে যথেষ্ট মিল খোঁজে পাওয়া যায়। তাই শহব ও গ্রামাঞ্চলে থাকা মণিপুরী জনগোষ্ঠীব দখলে থাকা ভূমিব পরিমাণ আজ প্রতিদিন ও প্রতিমুহর্তে সংকুচিত হচ্ছে। এবং এখনো এই প্রক্রিয়া অব্যাহত বযেছে। একদিকে ভূমির মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইবে চলে যাওয়া অন্যদিকে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর দখলে থাকা ভূমিব পরিমাণ দিন দিন কমে গিয়ে কেউ কেউ ভূমিহীনে পরিণত হওয়াব যে প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে তা রোধ কবা না গেলে আগামী এক দশকে এ জনগোষ্ঠীব অবস্থা কোথায় গিয়ে দাড়াবে তা যে কাবো পক্ষে বলা বেশ কঠিন। তবে আমাদের ভবিষ্যত বংশধবদের জন্য এব ফল যে খুব একটা সুখকব হবে না তাও আমবা জানি। বিষয়টি নিয়ে আমবা খুব একটা চিন্তা কবি তাও মনে হয় না। হয়তো এটা নিয়ে ইতোমধ্যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ কেউ ভাবছেন। তবে আমি মনে কবি ব্যক্তি পর্যায়ে নয়, আমাদের সংগঠনগুলোকেই এ নিয়ে ভাবতে হবে। কেননা এই ভূমি মালিকানাব সাথে আমাদের অস্তিত্ব, উন্নয়ন ও অন্যান্য অনেক বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বর্তমানে অপ্রত্যাশিতভাবে দেশে তথা বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভূমিব উপব যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এর ফলে আগামী এক দশকের মধ্যে এ দেশের মানুষ আদৌ টাকার বিনিময়ে ভূমি ক্রয় করাব মতো সুযোগ পাবে কিনা তা নিয়ে আমার সন্দেহ বযেছে।

মণিপুরী সম্প্রদায়ের ভূমিহীন হবার প্রবণতা বোধে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উজেলার আদমপুর বাজার সংলগ্ন মণিপুরী মুসলিমদের একটি উদ্যোগ উল্লেখ করার দাবি রাখে। উল্লেখিত বাজার এলাকা ও এর পার্শ্ববর্তী জমিগুলো এক সময় মণিপুরী ও পাড়ালদের মালিকানা ও দখলে ছিল। কিন্তু আর্থিক দৈন্যতার কারণে সে সব গুরুত্বপূর্ণ

জমি বিক্রি করে অনেকে ধানীজমি ক্রয় কৰেছে। বৰ্তমানে উন্নত যোষাযোগ ব্যবস্থার কাৰণে বাজাৰ ও পার্শ্ববৰ্তী জমিগুলোৰ দাম উত্তৰোত্তৰ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিধায় মণিপুরী সমাজেৰ সহজ সবল ডু-স্বামীদেব নিকট থেকে বাঙালিবা ওই জমিৰ পৰিবৰ্তে ধানীজমি দিয়ে মণিপুরীদেৰ ক্ষতিগ্রস্ত কৰেছে। বিগত কয়েক বছৰে এই পৰিস্থিতি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে এলাকাৰ সচেতন মণিপুরী মুসলিম সম্প্রদায়েৰ কিছু নেতৃবৃন্দ এই প্ৰবণতা বোধে এগিয়ে আসেন এবং কোন মণিপুরী মুসলিম যেন অন্য সম্প্রদায়েৰ কাছে জমি বিক্রি কৰতে না পারে সে ব্যাপাবে নিষেধাজ্ঞা প্রদান কৰেন। মণিপুরী মুসলিমদেৰ এই উদ্যোগ একটি ক্ষুদ্র এলাকাৰ মধ্যে সীমিত হলেও তা থেকে শিক্ষণীয় অনেক বিষয় বৰেছে। এই উদ্যোগকে আৰো সংগঠিত ও সম্প্রসাৰণ কৰা যেতে পারে এবং শহবাস্থল ছাড়াও অন্যান্য মণিপুরী অধ্যুষিত এলাকায় নিজ নিজ এলাকাৰ পৰিবেশ পৰিস্থিৰ সাথে সামঞ্জস্য বৰে অনুৰূপ আৰো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ কৰা যেতে পারে।

কেস স্টাডি-৩

গীবেন, নীবেন, ধীবেন এবং সুবেন (ছদ্ম নাম) তাৰা চাৰ ভাই সিলেট শহৰেৰ একটি মণিপুরী পাডায় পৈত্ৰিক ভিটেবাড়ীতে যৌথভাবে বসবাস কৰে আসছে। চাৰ ভাইয়েৰ সবাই বৰ্তমানে বিবাহিত এবং প্ৰত্যেকেৰ ২/৩টি কৰে ছেলে মেয়ে বৰেছে। ছেলে মেয়েগুলো বৰ্তমানে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া কৰেছে। একসময় তাৰেৰ ভিটেবাড়ীৰ আয়তন বেশ বড় হলেও তাৰেৰ সন্তানদেৰ লেখাপড়া এবং পৰিবাৰ খৰচ চালাতে গিয়ে অভাবে পড়ে এৰ কিছু অংশ ইতোমধ্যে বিক্রি কৰা হৰেছে। বৰ্তমানে যে পৰিমাণ জায়গা আছে সেখানে অদূৰ ভবিষ্যতে তাৰেৰ ছেলে-মেয়েদেৰ সবাব একত্ৰে বসবাস কৰা সম্ভব নয়। তাই তাৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তাৰেৰ এ পৈত্ৰিক ভিটেবাড়ী বিক্রি কৰে প্ৰাপ্ত টকাৰ কিছু অংশ দিয়ে শহৰেৰ একটু বাইৰে স্বল্প মূল্যে কিছু জায়গা কিনে সেখানে ঘৰ তোলে বসবাস কৰাব এবং জায়গা বিক্ৰিৰ কিছু অংশ টকা দিয়ে অন্যেৰ ঋণ পৰিশোধ ও পৰিবাৰ পৰিচালনা কৰাব। তাৰা তাৰেৰ সবাব সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৰ্তমানে শহৰেৰ ভিটেবাড়ী বিক্রি কৰে শহৰেৰ অল্প দূৰে কিছু জায়গা ক্রয় কৰলেও এই মুহূৰ্তে ঘৰ তোলাৰ মত পৰ্যাপ্ত টকাৰ অভাবে বাড়ী কৰতে না পাৰায় শহৰেৰ একটি ভাড়া বাসায় বসবাস কৰছেন। অন্যদিকে বৰ্তমানে তাৰেৰ জমি বিক্ৰিৰ টকাও প্ৰায় শেষ হবাব পথে। এ মুহূৰ্তে নিশ্চিত কৰে বলা যাচ্ছে না অদূৰ ভবিষ্যতে তাৰেৰ ক্রয় কৰা জায়গাটুকুও আদৌ ধৰে বাখতে পাৰবে কিনা।

এখন প্ৰশ্ন উঠতে পারে আমবা কেন ভূমি বিক্রি কৰছি - এই ভূমি বিক্ৰিৰ উল্লেখযোগ্য কাৰণ হছে ঋণগ্রস্থ। বিশেষ কৰে শহৰ এবং গ্রামে বসবাসবত প্ৰায় অৰ্ধেকেৰ বেশি মণিপুরী পৰিবাৰ আজ বিভিন্ন সবকাৰী - বেসবকাৰী আৰ্থিক প্ৰতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিৰ নিকট ঋণগ্রস্থ। অনেক পৰিবাৰ চেষ্টা কৰেও এই ঋণেৰ বেডাজাল থেকে বেড়িয়ে আসতে পাৰছে না। উত্তৰোত্তৰ জীবন যাত্ৰাৰ ব্যয়বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতিৰ কাৰণে প্ৰায় প্ৰতিটি মণিপুরী পৰিবাৰ আজ পৰিবাৰ পৰিচালনা কৰতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। কাৰণ মণিপুরী জনগোষ্ঠীৰ মধ্যে যাৰা আজ বিভিন্ন পেশায় নিযোজিত (হস্তশিল্প, স্বর্ণ শিল্পী, বিভিন্ন ব্যবসা প্ৰতিষ্ঠানেৰ কৰ্মচাৰী, মোটর মেকানিক, ছোট খাটো সৰকাৰী বা বেসৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে চাকুৰী ইত্যাদি কাজ কৰে) তাৰা যে পৰিমাণ অৰ্থ উপাৰ্জন কৰছে

তা বর্তমান বাজার দরের সাথে সঙ্গতি বেখে একটি পরিবারের ভরণপোষণ পরিচালনার জন্য কিছুতেই পর্যাপ্ত নয়। অন্যদিকে আমবা নিজেরা আমাদের সমাজকে যৌতুকমুক্ত সমাজ হিসেবে দাবি করলেও আমাদের সমাজে নীববে অনেক লোক এই যৌতুকের বলি হয়ে পরিবারের কারো বোন, কারো মেয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক টাকা খরচ করতে হয়। এ সকল কারণেও অনেকটা নিরুপায় হয়ে আমাদের অনেক পরিবাবকে এ ঋণেব বেডাজালে পড়তে হয়। মণিপুরী জনগোষ্ঠীর এ আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে বিশেষ করে শহবাস্থলে এক শ্রেণীর লোক বিভিন্ন কৌশলে মণিপুরীদের ভূমিগুলো হাতিয়ে নেযাব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আবার মণিপুরী জনগোষ্ঠীর কোন কোন ব্যক্তি সাময়িক কিছু লাভেব কথা বিবেচনা করে এ কাজে মহল বিশেষকে অনেকটা রাজাকারী কাযদায় সহযোগিতাও দিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমবা আমাদের উন্নয়নেব জন্য অনেক সংগঠন কাজ কবি বলে দাবি কবলেও এ পর্যন্ত কোন সংগঠন বা ব্যক্তিকে এ বিষয়ে সাহস নিয়ে ঐ সকল স্বার্থান্বেষী মহল বা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বা রুখে দাঁড়াতে দেখা যায় না। তাহলে কি আমবা ধরে নেব স্বার্থান্বেষী মহলের এ সকল কাজ বা প্রক্রিয়াকে আমাদের সংগঠনসমূহ সমর্থন কবে? যদি সমর্থন না করে থাকি তবে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়াব পূর্বে এ বিষয়ে এখনই একটি করণীয় নির্ধাবণ করা অতি আবশ্যিক বলে আমি মনে কবি। যদি আমরা এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ না কবি তবে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে সিলেট শহরে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর বসবাসেব বিষয়টি ঢাকাব তেজগাঁও এলাকায় একসময় মণিপুরী বসবাস করাব ইতিহাসের মতো একটি ইতিহাসে পবিণত হতে পারে। যে বিষয়টি আমাদের কাবো কাম্য নয়। তবে আমি আশা কববো এমনটি কখনো হবে না।

ভরুণ ভরুণীদের প্রতি আহবান

বর্তমান ভরুণ প্রজন্ম যাবা এখনো তাদের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত কবেনি বা সদ্য সমাপ্ত করেছে তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই, তোমবা এখন জীবনেব চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে মোড় নেবাব শেষ প্রান্ত বিন্দুতে দাড়িয়ে আছো। জীবনেব এই সময়টা প্রতিটি মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। যারা এই সময়টাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তারাই তাদের পছন্দমতো নির্ধাবিত ছকে তাদের ভবিষ্যত জীবন পরিচালিত করতে পাবে। এই সময় তোমাদের কারো কাবো নিকট নিজেদের প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি এবং প্রথা সবকিছুই সেকেলে, অকেজো, পুবনো এবং অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কারণ এই বয়সে এবং এই কোমল মনে বাইবেব বিভিন্ন সামাজিক সংস্কৃতির প্রভাবে এমনটি হতেই পাবে। তবে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বলে - এই জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুরুষগণ সমাজে যে সমস্ত সামাজিক প্রথা ও রীতি-নীতির প্রচলন রেখে গেছেন তা কিন্তু তাদের তখনকার তাৎক্ষণিকভাবে তৈরী নিছক কিছু মনগড়া রীতি-নীতি নয়। সেগুলো তাদের দীর্ঘ গবেষণা এবং অভিজ্ঞতাব ফসল। কারণ এ সামাজিক প্রথাগুলোর রয়েছে খুবই মূল্যবান, বিজ্ঞানভিত্তিক, যৌক্তিক এবং অর্ন্তনিহিত ব্যাখ্যা। এ সকল প্রথা ও রীতি-নীতির বিষয়ে পূর্ব-পুরুষদের লিখিত কোন ব্যাখ্যা না থাকায় আজ এ সকল বিষয়ে বর্তমান প্রজন্ম বিভ্রান্তিতে ভুগছে। আজ যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মীয়

জনগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বদ্বন্দ্ব যখন তাদেৰ ধৰ্মীয় বিভিন্ন বক্তব্য ও বীতি-নীতিৰ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও এর যৌক্তিকতা খোঁজে বেড়াচ্ছেন সেখানে এই জনগোষ্ঠীর পূর্ব পুৰুষদেৰ বেখে যাওয়া সুদীৰ্ঘ গবেষণাৰ ফসল ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চৰ্চা কৰে আসা সামাজিক জীবনেৰ অনেক মূল্যবান, গুৰুত্বপূৰ্ণ ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বীতি-নীতি ও প্ৰথাসমূহ পবিত্যাগ কৰে তথাকথিত আধুনিকতা হবাব অসুস্থ প্ৰতিযোগিতায় মেতে উঠছে। তাই নতুন প্ৰজন্মৰ সময় এসেছে শিকড়েৰ সন্ধানে নেমে পড়ার। আমি মনে কৰি এ সকল বীতি-নীতি ও প্ৰথাগুলো এতই সমৃদ্ধ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যে এ বিষয়ে আবো গভীৰভাবে জেনে নিজেদেৰ জীবনকে আবো সমৃদ্ধ কৰে গড়ে তোলার স্বার্থে বৰ্তমান মেধাবী তৰুণদেবই তা নিয়ে গবেষণা কৰাব দাবি বাখে। কারণ অনেক বিষয়ে এই জনগোষ্ঠীৰ বৰ্তমান নেতৃত্বদেৰ অজ্ঞতা এবং অপব্যখ্যাৰ কাৰণে বৰ্তমান তৰুণদেৰ নিকট এগুলোৰ যৌক্তিকতা নিয়ে প্ৰশ্ন উঠেছে। বৰ্তমানে আমবা নিজেদেৰকে আধুনিকতাৰ জোয়াৰে গা ভাসিয়ে না দিয়ে বৈশ্বিক (Globalization) এ যুগে একটি ক্ষুদ্ৰ জাতিগোষ্ঠীৰ সদস্য হিসেবে সময় এসেছে এই জনগোষ্ঠীৰ ভবিষ্যত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাৰ জন্য বৰ্তমান অবস্থানকে পবিতৰ্তিত পবিস্থিতিৰ সাথে ঝাঁপ ঝাওয়ানোব ক্ষেত্ৰে কতটুকু পবিতৰ্তন কববো একটা হিসাব নিকাশেৰ মাধ্যমে একটি সঠিক মাপকাঠি নিৰ্ধাৰণ কৰাব। সে ক্ষেত্ৰে খেয়াল বাখতে হবে, পবিতৰ্তনেৰ মাপকাঠিটা যেন এমন না হয়, যে পবিতৰ্তনেৰ ফলে একটি ক্ষুদ্ৰ নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠীৰ অংশ হিসেবে মূলস্ৰোতধাবাৰ সাথে মিশে ভবিষ্যতে এই মণিপুৰী জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা যাতে বিলীন হয়ে না যায়। কাৰণ ছোট ছোট খালবিল ও নদীনালাৰ পানি যখন বড় নদীগুলোতে মিশে গিয়ে একাকাৰ হয়ে যায় তখন সে সকল খাল বিল আর নদী-নালাৰ উৎসস্থল এবং এব পবিচয়, অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা আব থাকে না। তবে বৰ্তমান প্ৰেক্ষাপটে এই জনগোষ্ঠীৰ পবিতৰ্তন অপবিহাৰ্য। মনে বাখতে হবে-বৰ্তমানে আমবা সবাই বৈশ্বিক নাগবিক (Global Citizen)। এখানে টিকে থাকাব স্বার্থে নিজেকে ঝাপ খাইয়ে নেবাব জন্য এ বৈশ্বিক নাগবিকেৰ যোগ্যতা অৰ্জন কবতে হলে পবিতৰ্তন প্ৰয়োজন। এ পবিতৰ্তনেৰ জন্য বৰ্তমানে এই জনগোষ্ঠীৰ মধ্যে তাদেৰ ঐতিহ্যগতভাবে লালিত ও ধাৰণ কৰা কিছু চাবিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য পবিত্ৰাৰ ব্যতিবেকে এ যোগ্যতা অৰ্জনেৰ বিকল্প কোন পথ নেই। এ পবিত্যাজ্য চাবিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে -

- কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি ছাড়াই নিজেকে অন্যদেৰ চেয়ে বুদ্ধিমান বা অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন (Superior) মনে কৰা অৰ্থাৎ নিজেৰ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকা
- অন্যেৰ ভাল কাজেৰ প্ৰশংসা, স্বীকৃতি বা মূল্যাযণ কবতে না জানা বা এ বিষয়ে অনভাস্ত,
- অন্যেৰ বিলাসিতা দেখে নিজেদেৰ আৰ্থিক অবস্থাব সাথে অসন্তুতিপূৰ্ণভাবে বিলাসিতা কবতে ব্যৰ্থ চেষ্টা কৰা,
- নিজেৰ বিষয়ে অন্যেৰ নিকট থেকে কোন প্ৰকাৰ সমালোচনা (গঠনমূলক হলেও) সহ্য কবতে না পাৰা,
- অল্পতেই ধৈৰ্য্য হাৰিয়ে ফেলা,
- নিজেদেৰ মধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত ও সম্মানীয় ব্যক্তিদেৰ সঠিক মূল্যাযণ বা সম্মান না কৰা ইত্যাদি।

আর মণিপুরী তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশ্যে আমার আহবান - নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে জ্ঞানের পরিধির প্রসার ঘটানোর জন্য নিজ জনগোষ্ঠীর বাইরের লোকদের সাথে মেলামেশা করা এবং সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারচেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের বাস্তব সমাজ ব্যবস্থার নিরীখে বন্ধু নির্বাচন এবং বন্ধুদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার কৌশল আয়ত্ত্ব করা। বন্ধুত্ব মানেই সবকিছু বিলিয়ে দেয়া নয়। সুস্থ থাকার জন্য বিশুদ্ধ বায়ু ও পরিবেশ অপরিহার্য। তাই বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য আমরা দরজা-জানালা বোলা বাধি। কিন্তু কোন কারণে সেই জানালা দিয়ে যখন কোন দুর্গন্ধ বা বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ প্রবেশ করে তখন আমরা জানালা বন্ধ করি। কেউ কেউ দরজা জানালায় বিশুদ্ধ বায়ুর সাথে ক্ষতিকারক কীট-পতঙ্গের প্রবেশে বাঁধা সৃষ্টির জন্য নেট ব্যবহার করে। এব কাবণ সতর্কতা। বন্ধুত্ব স্থাপন ও বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রেও আমরা যেন এধরনের সতর্কতা অবলম্বন করি। নিজেদের সীমাবদ্ধতাব কাবণে ভুল বন্ধু-বান্ধব নির্বাচন ও এর পববর্তী বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়ে আমাদের সহজ সবল অনেক সম্ভাবনাময় তরুণ/তরুণী নিকট অতীতে আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তাদের ইচ্ছাব বিকল্পে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে বা হচ্ছে।

কেস স্টাডি-৪

সানাচাউবি দেবী (ছদ্ম নাম) ছোটকাল থেকে মা বাবার খুব আদবে বেড়ে উঠা একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। দু'ভাই এক বোনের মধ্যে সে দ্বিতীয়। তার মা, বাবা, ভাই বোন তাকে খুব আদর করতো এবং একমাত্র বোন হবার কারণে সব সময় তার আবদার তাবা যথাসাধ্য পূরণ করার চেষ্টা করতো। পবিবাবের সবাই তার প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল। সে কারণে নিজের সমাজের বাইরেও অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে (জন্মদিন, নববর্ষ উদযাপন, বসন্ত মেলা, বিভিন্ন নাটক প্রদর্শনী ইত্যাদি) সে বন্ধু বান্ধবদের সাথে যেতো। পবিবাবের অন্য সদস্যরাও সবাই শিক্ষিত হওয়ায় এবং উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন হওয়ায় তাবা এগুলোকে সব সময় ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতো এবং কখনো তাকে কোথাও যাবার ক্ষেত্রে তেমন একটা বাঁধা নিষেধ আবোপ করতো না। ফলে তার স্কুল ও কলেজে লেখপড়া করার সুবাদে বেশ বন্ধু-বান্ধব তৈরী হয় এবং সময়ে সময়ে তাবা বিভিন্ন বিষয়ে তাকে সহযোগিতাও করে থাকে। একদিন সে তার সাক্ষ বন্ধুদের নিয়ে একটু দূরে একটি আনন্দ ভ্রমণে যায় এবং সেখানে তাবা অনেকগুলো ছবি তোলে। এভাবে বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করতে গিয়ে অনেকটা নিজের অজান্তেই শামু নামের একজন বন্ধুর প্রতি তার একটু দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। তবে শামু একজন বাঙ্গালী বন্ধু হবার কারণে সানাচাউবি কখনো শামুকে নিয়ে তার ভবিষ্যত জীবন গড়ার কল্পনা করেনি। কারণ সে তার পবিবাব এবং সমাজকে ভালবাসে। কিন্তু শামু সানাচাউবির দুর্বলতার বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারে এবং বিভিন্ন সময় দুজনে কফি হাউসসহ শহরের বাইরে নানা নির্জন এলাকাগুলোতে গিয়ে ঘুরে বেড়ায় ও আড্ডা দেয়। একদিন শামু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের কথা বলে সানাচাউবিকে তার ফ্লাটে যাবার প্রস্তাব দেয়। সানাচাউবি অনেক বিষয় চিন্তা করে তার এ প্রস্তাবে রাজী না হলে অনেকটা অভিমান করে শামু তার বন্ধুত্ব সেখানেই ইতি টেনে সেখান থেকে চলে যায়। সানাচাউবী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। মনে মনে সে অনুসূচনা করতে করতে ভাবে এতোদিনের

তাদের নির্মল বন্ধুত্ব একমাত্র তাব কারণে আজ ভাঙতে যাচ্ছে। পরে সিদ্ধান্ত নেয় শামুও বাসায গিয়ে তার অভিমান ভাঙ্গানোব। সে তার বাসায গিয়ে যথারীতি উপস্থিত হয় এবং তার পূর্বের ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ কবে। পরে সানাচাউবি শামুর কাছে জানতে চায় কেন তাকে আগে তার ফ্লাটে আসতে বলেছিল। হঠাৎ কোন কিছু বুঝে উঠাব আগেই শামু পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সানাচাউবিকে জড়িয়ে ধবে তাব দু গালে বেশ কয়েকটা চুমু বসিয়ে দেয় এবং তার শরীরের বিভিন্ন স্পর্শকাতব জায়গায় স্পর্শ কবে। ঘটনার আকস্মিকতায় বাগে এবং অভিমানে সহজ সবল সানাচাউবী সেখান থেকে চলে আসে এবং শামুর সাথে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বন্ধ কবে দেয়। এ ঘটনার পর শামুও আব আগেব মতো তাদের দলের অন্য বন্ধুদের সাথে আড্ডায় আসে না। অনেকদিন পর শামু হঠাৎ করে সানাচাউবির মুঠোফোনে যোগাযোগ কবাব চেষ্টা করে। সানাচাউবীও সেদিনের ঘটনার কথা মনে করে শামুর ফোন আব ধরে না। এব পর বেশ অনেক দিন পর্যন্ত শামুও আর সানাচাউবির সাথে যোগাযোগ করেনি। সানাচাউবিও আস্তে আস্তে শামুর কথা ভুলতে শুরু কবে এবং মনে মনে তাকে খুব ঘৃণাও কবে। কারণ সানাচাউবি শামুর নিকট থেকে এ ধরনের আচরণ কখনো কল্পনা কবেনি। এবপর হঠাৎ একদিন শামু শহরের একটি নির্জন স্থানে সানাচাউবি' কে একা পেয়ে তাকে তাব হাত ধরে চলে যাবার প্রস্তাব দেয়। সানাচাউবি এতে রাজী না হলে শামু তাব পকেট থেকে সেদিনের ঘটনার বেশ কতগুলো ছবি বেব করে সানাচাউবিকে দেখিয়ে বলে তাব এ প্রস্তাবে রাজী না হলে এগুলো সে সবার নিকট প্রকাশ কবে তাব সাথে অতীতে সম্পর্ক থাকাব কথা প্রচার করবে। এ ঘটনা সানাচাউবি তার বন্ধু-বান্ধব এবং পবিবাবের কাউকে জানাতে পারেনি। সানাচাউবি এ নিয়ে ভাবতে শুরু করে এবং চিন্তা করে এ ছবিগুলো সত্যি সত্যিই প্রকাশিত হলে মণিপুরী সমাজে তার আর স্থান হবে না। অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সানাচাউবি শামুর হাত ধরে তার প্রিয় পবিবার ও সমাজকে ত্যাগ কবে চলে যাবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয় এবং চলে যায়। পরে আরো জানা যায় সানাচাউবিকে শামুর পরিবাবের সদস্যরা বাহ্যিকভাবে গ্রহণ কবে নিলেও মন থেকে খুব একটা গ্রহণ করতে পারেনি। তবু অনেকটা বাধ্য হয়ে সে সবার সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা করেছে। উল্লেখ্য, সানাচাউবি মাস্টার্স পাস করা একজন সরকারী চাকুরীজীবী এবং শামু একটি বেসবকাবী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেছে। তবে শামু পববর্তীতে আব তাব স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করা হয়নি।

কেসস্টাডি-৫

চাউবা গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর চাকুরি করেছে শহরের একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে। চাকুরী জীবনের শুরুতে শহরবাসী হলেও মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে গ্রামে আসতেন বৃদ্ধ মা-বাবার সান্নিধ্যে। বিয়ের পরে স্ত্রীকে শহরে নিয়ে যান। ইতোমধ্যে তার পিতা-মাতার মৃত্যু হলে গ্রামের সাথে চাউবার সম্পর্ক প্রায় হুকে যায়। তিনি শহরে দাপ্তরিক কোয়ার্টারে বসবাস করতেন। শহরে জীবনে এসে গ্রামের ছেলে চাউবাব মধ্যে দেখা দেয় আমূল পবিবর্তন। তথাকথিত আধুনিকতার নামে জুলে যেতে শুরু করেন নিজ ভাষা ও ঐতিহ্যকে। মণিপুরী সমাজের সংশ্রব হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। তার সন্তানদের বাংলা ভাষায় পরিপক করার জন্য তিনি পরিবারে মণিপুরী ভাষার ব্যবহার পরিহার করেন। এতে তার তিন মেয়ে মণিপুরী ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্বে

অজ্ঞাতাব মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। এভাবে শিকড়বিহীন যাপিত জীবনে তাব মেয়ে তিনটি নিজেদের মণিপুৰী পৰিচয় নিয়ে দ্বিধাবিহীন হয়ে পড়ে। বাঙালী সমাজের সাথে বাড়তে থাকে তাদের মেলামেশা। এভাবে ক্রমশঃ বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠা মেয়েগুলো উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা হলেও বয়ে যায় মণিপুৰী যুবক ও অভিভাবকদের দৃষ্টিব বাইবে। ইতোমধ্যে বড়ো মেয়ে শান্তনা পিতামাতার অজ্ঞাতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এক মুসলিম ছেলের সাথে। একদিকে বড় মেয়ের সমাজবর্জিত ক্রিয়াকান্ড অপবদিকে বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠা দুই মেয়ের পাত্রস্থ কবতে না পাবার মানসিক কষ্ট সবকিছু মিলিয়ে চাউবাব অবস্থা খুবই নাজুক। ইতোমধ্যে চাকুবিজীবন শেষ হয়ে এলপিআবএ চলে এলে অনেক ভেবেচিন্তে তিনি এতোদিনের ভ্রান্ত চিন্তাচেতনাব মনঃকষ্ট বুকে ধাবণ কবে শহরের মণিপুৰী পাডায় একটি ঘব ভাড়া নিয়ে মণিপুৰী সমাজের সংস্পর্শে আসাব চেষ্টা কবেন। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দশক ধবে সমাজ বিবর্জিত চাউবা সমাজের কাবো সাথে স্বাচ্ছন্দে মিশতে পাবেন না। তাব মেয়েরাও মণিপুৰী ভাষাব ব্যবহাবে অপাবগ হওয়ায় মণিপুৰী যুবক যুবতীদের সাথে মিশতে পাবে না। যেনো একটা অদৃশ্য দেয়াল তাদেরকে বিচ্ছিন্ন কবে রেখেছে মণিপুৰী সমাজ ও সমাজের মানুষগুলো থেকে।

সম্প্রতি আরো কিছু বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আমাদের মণিপুৰী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ওয়েবভিত্তিক সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোতে তাদের ছবি ব্যবহাব বীতিমত চোখে পডাব মতো। তবে নিজেদের স্বার্থে এসকল সামাজিক নেটওয়ার্ক গুলোতে ছবি ব্যবহাবেব ক্ষেত্রেও কিছু সতর্কতা অবলম্বন কবা উচিত বলে আমি মনে কবি। কারণ উন্নত বিশ্ব কেন এবং কি উদ্দেশ্যে এ সকল সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো তৈরী কবছে তা এখনো অধিকাংশ লোকের নিকট পরিষ্কার নয। কেননা সে সকল সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোতে একজন লোক যে শর্তে বাজী হয়ে তাব ছবি বা তথ্য আপলোড কবে সে শর্ত অনুযায়ী এক সময় স্বচ্ছহায় সেখানে আপলোড কবা সকল ছবি বা তথ্য মুছে ফেলা সম্ভব হলেও তা একটি নির্দিষ্ট স্থানে তারা সঞ্চিত কবে বাখে বা বাখাব অধিকাব সংবক্ষণ কবে। তাছাড়া নিজেদের পারিবািক ও সামাজিক জীবনে এই সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোব বহুমুখী ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। যা আগামীতে আবো বৃদ্ধি পাবে। সবচেয়ে উদ্বেগজনক হলো আমাদের তরুণ/তরুণীদের যাবা এ সামাজিক নেটওয়ার্কগুলোতে ছবি আপলোড কবে তাদের মধ্যে অনেকে নিজেবা এ কাজটি সরাসরি টেকনিক্যাল জ্ঞানের অভাবে কবতে না পারার কাবণে অন্যদের সাহায্যে তা করিয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে অনেকে তার নিজস্ব পাসওয়ার্ড অন্যকে দিয়ে কাজটি করিয়ে থাকে। এ সুযোগ নিয়ে যে কেউ কোন আপত্তিকর ছবি আপলোড কবে যেকোন ব্যক্তির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করার বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ ছাড়া তরুণ/তরুণীদের মধ্যে বর্তমানে মুঠোফোনের ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়টিও বীতিমত উদ্বেগজনক। বিশেষ করে তরুণ-তরুণী যারা এই বয়সে মুঠোফোন ব্যবহার করে তারা তাদের প্রযোজনের সময় পরিবারের অন্য সদস্যদের মুঠোফোন শেয়ার করে

ব্যবহার কবাই ভাল। এ বিষয়ে এখানে এর চেয়ে বেশি কিছু লেখার অবকাশ নেই বলে আমি মনে করি। তবে শুধু এটুকু বলতে পারি, বিশেষ কবে বর্তমানে যে সকল তরুণ-তরুণী যারা বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলির শিকার হচ্ছে তার অধিকাংশের সূত্রপাত বা উৎস এই মুঠোফোন। যদি নিতান্তই ব্যবহার করতে হয় তবে সেটা যেন পরিমিত এবং সঠিক প্রয়োজনে ব্যবহার হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট সবার খেয়াল রাখা উচিত বলে মনে করি। সর্বোপরি বলতে চাই, আমরা সবাই জানি যে কোন ধরনের মাদক ব্যবহার সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে আনে দাবিদ্রতা, বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি। সমাজে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীর মর্যাদা থাকে না। কিন্তু বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর আধুনিকোত্তর সমাজে এসেও আমাদের শহর ও গ্রামাঞ্চলের মণিপুরী জনগোষ্ঠীর তরুণ সমাজে এখনো মাদকাসক্ত হবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আবার কোথাও কোথাও এ প্রবণতা অনেক বেশি দেখা যায়। যা পূর্বো সমাজের জন্য খুবই উদ্বেগজনক। কাবণ তরুণরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নিশ্চিত করার জন্য সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিকভাবে প্রতিবোধ গড়ে তোলা উচিত। তরুণদের বর্তমান বিভিন্ন সংগঠনসমূহ এ কাজে এগিয়ে আসবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মণিপুরী জনগোষ্ঠীর স্বকীয় অস্তিত্বের জন্য হুমকীসমূহ

আমাদের মণিপুরী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিগত ৫/৭ বছরে অনেকগুলো সামাজিক সংগঠন জন্মলাভ করেছে। বর্তমানে মোট কতগুলো সামাজিক সংগঠন আছে ব্যক্তিগতভাবে আমার নিকট এর সঠিক কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও সংখ্যাটি যে নেহাত কম হবে না তা নিশ্চিত। জন্মলগ্নে এ সকল সামাজিক সংগঠনগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনেক মহৎ হলেও তাদের অধিকাংশই এখন বিতর্কিত। তবে অপ্রিয় সত্য কথা হলো, এ সকল সংগঠনগুলোর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি সংগঠন সমাজের উন্নয়নে অল্প বিস্তর কিছু কাজ করলেও আমি নিশ্চিত এখনো কোন সংগঠনের নিজস্ব কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। তাই এ সকল সংগঠনগুলো তাদের কিছু নির্ধারিত মৌসুমী কার্যক্রম (Seasonal Activities) এবং বাইরে বেড়িয়ে এসে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে এবং সমাজকে পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে এখনো কোন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম শুরু করতে পারেনি। বর্তমান ডিজিটাল যুগে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব যেখানে অনেক ক্ষেত্রে বেগ পেতে হয় সেখানে লক্ষ্যহীন এ সকল সংগঠন আসলে সমাজকে কি দিতে পারবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। তাহলে আমাদের এ সকল লক্ষ্য ও পরিকল্পনাহীন সংগঠন ও নেতৃত্ব আমাদের সমাজকে কি দিতে পারবে এবং ভবিষ্যতে কোথায় নিয়ে যাবে, বিষয়টি আমাদের কাছে এখনো পরিষ্কার নয়। আমি মনে করি আমাদের একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল স্থির করে এখনই সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত।

আজ পৃথিবীর তাবৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিভিন্ন হুমকীর মধ্য দিয়ে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত করছে। একটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশে বসবাসবত মণিপুরী জনগোষ্ঠী আজ বিভিন্ন সমস্যা বা হুমকীর সম্মুখীন। তবে এ ধরনের সামাজিক সমস্যা বা হুমকীগুলোকে আমি মূলতঃ দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। এর একটি হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট জটিলতা বা হুমকী এবং অন্যটি বিভিন্ন বহিঃশক্তির প্রভাবে সৃষ্ট জটিলতা। আমাদের বর্তমান সামাজিক সমস্যাসমূহ অধিকাংশই আভ্যন্তরীণভাবে নিজেদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সৃষ্ট জটিলতা। কিছু কৌশলগত কারণে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে নিম্নে সরাসরি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপনের চেষ্টা করছি,

- নব্য ধর্মীয় আশ্রাসন/ সামাজিক বিভেদ
- আমাদের ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠনগুলোর ক্রমান্বয়ে দুর্বলতা ও আদর্শিক অধঃপতন
- সংগঠনগুলোর কাজে সমন্বয়হীনতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব
- মেধাহীন নেতৃত্ব ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অভাব
- মুখে যা বলি মনে তা পোষণ না করা
- বাজনৈতিক সচেতনতার অভাব
- নতুন নেতৃত্বের অনুপস্থিতি
- আর্থ-সামাজিক অবস্থার ক্রমাবনতি
- নতুন প্রজন্মের শহবুমুখী হবার ফলে গ্রামগুলোর মেধা ও পুরুষ শূন্যতা
- কিছু অদৃশ্য বহিঃশক্তির প্রভাব ও আশ্রাসন
- সামাজিক রীতি বর্হিভূত (বৈবাহিক) সম্পর্ক স্থাপন এবং সমাজ কর্তৃক প্রচলিত রীতি-নীতির বাইরে স্বীকৃতি প্রদানের চেষ্টা।
- সর্বোপরি আমাদের সামাজিক সংগঠনগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনতা

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো হয়তো ঢালাওভাবে সবার উপর প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে সমস্যাসমূহ আমাদের মণিপুরী সমাজকে আজ আঠেপৃষ্টে বেধে রেখেছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় সম্পর্কে কিছু সুপারিশ আমি নিম্নে উপস্থাপন করছি,

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুপারিশসমূহ

- এ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সেক্টর ভিত্তিক বাস্তবতার ভিত্তিতে কিছু স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- একাধিক সংগঠন একই প্রকৃতির কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ (Overlapping) অবশ্যই বর্জন করতে হবে। যেমন, ছাত্র সংগঠন শুধুমাত্র তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। সাংস্কৃতিক সংগঠন, এ জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির লালন-পালন ও বিকাশ সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

- পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য আর্থিক উৎসসমূহ (অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক) চিহ্নিত করে একটি বাজেট এবং এর অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- যাবা নেতৃত্ব দিবে প্রয়োজন সাপেক্ষে তাদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কবতে হবে। মনে রাখতে হবে শুধু উচ্চশিক্ষাই একমাত্র যোগ্যতা নয়। যে কোন কাজে সফলতা নিশ্চিত করার জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।
- সমাজের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনগুলোকে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও চিন্তা ভাবনার আদান প্রদান ঘটানো।
- প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতিগুলোর প্রতি যাতে সমাজের সকল স্তরের শ্রদ্ধাবোধ জন্মিত হয় সে ব্যাপারে সকল সংগঠনের উদ্যোগে একটি সম্মিলিত প্রাটফর্ম তৈরি করা এবং বৃহত্তর কল্যাণে ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা।
- প্রয়োজনে সকল সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সংগঠনভিত্তিক কার্যক্রম বিভাজনের মাধ্যমে সামগ্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- মণিপুরী গ্রামগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নতুন প্রজন্মের জন্য গ্রামভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- আমাদের বিবাজমান বিভিন্ন সমস্যার আলোকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে সবকাবী এবং বেসবকাবী পর্যায়ে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে দর কষাকষির জন্য আমাদের একটি প্রেসার গ্রুপ গঠন কবতে হবে। যা বর্তমানে অনুপস্থিত।
- মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীকে পাশ কাটিয়ে নয়, তাদের অন্তর্ভুক্তির (Inclusion) মাধ্যমে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই নিজেদের একটি সঠিক ও সুনির্দিষ্ট কৌশল থাকতে হবে।
- সর্বোপরী নতুন নেতৃত্ব তৈরীর জন্য নেতৃত্বের পালাবদল নিশ্চিত করতে হবে।

একমাত্র নতুন এবং উপযুক্ত নেতৃত্বই এ জনগোষ্ঠীকে বর্তমান পবিত্রিত থেকে একটি সঠিক পথে উত্তরণ ঘটাতে পাববে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ কী যীৎয়েংদা
মণিপুরী ফুরূপচা

খৌনাওম্মম লক্ষীকান্ত সিংহ

অইবগী ব্রাহ্ম

বাংলাদেশতা লৈবিবা পিকলবা মীওই ফুৰুপচা মৈহৌবোন্দগী লৈবকলবা কাংলুপশিংগী মনুংদা মণিপুৰী হায়বা মীওই ফুৰুপচাশিং খুথেকতা চন্নি। অসিগুৰুবা খুথেকতা লৈবিবা ফুৰুপ অসিগি লিংব্রবা ঈনাং ফিদমনা চিংবা শিংথানিঙাই ওইবসু হৌজিকী মতমসিদা বাংলাদেশতা লৈজরিবা মণিপুৰী ফুৰুপচাগী ফিভম চিববা তাংকক অমদা লেপলবি। ময়াল্লা বংনরিবা অদুলা ঐবোয়না বংবা ঙ্মি পাক চাওববা মালেমসিদগী পিৰুা পিৰুবা ফুৰুপচা কয়গী লোন, হৌন-লিচং শাজং মাং তাকখিবগী মযেক শেংনা লৈবে। হৌজিক ফাওবদা ফুৰুপচা কয়া হৌদোকপদগী, খুন্দারকপদগী লৈবকলবা ফুৰুপচাশিংগী লোন, সংস্কৃতি মলেমসিদগী মাংতাকখিবগী অরেপ্পা মশিং চপচাবা হাইবা ঙ্মদ্রবসু মাংতাকশিল্পকপগী খৌবম খৌওং অসি লেপতনা চংখবকলি হায়বসি শৌইদ্রবা ব্রাফমনি। ঐ ইশামক মীতৈ মচা অমা ওইনা ইজাতিগী অসিগুৰা ফিভম অসিদা তুমিনা যেংদুনা লৈবা ঙ্মলকদ্রুনা কবি হায়না ঙাকথোকপা, শেংদোকপা, শেমজিনবা যাবগী লম্বী যেংলুবদা ঐবোয়গী খুলাইসিদা থোকইবা খৌদোক ব্রাথোক চাওবাকপা মীৎয়েংদা মপুং মবৈ ফাদ্রবসু ব্রুনা নৈননা যেংগে হায়না হোৎনজবনি। নৈননিংবগী মবম অসি যেংলুবা তাববদি মক ওইনা খুলাইসিদা ওইবকদৌবিবা অমসুং থোকখিবা খৌদোকসিং পুন্মমক অসি লৈবাক খুলাইগী হৌনা লীচং চৈবাক কয়ামা শেমদোক শাদোকপগী ব্রাংমদা লৈবা তাববসু নমফুদা লৌইশিনখিবা খৌদোক ময়াম অমা ইশাবু ইশানা হংজখিবা ব্রাংগী পাওখুম পিফম বংখিদি। ঐবোয়গী সমাজ (খুলাই) সিদা ফুংবঙননা, ওমচাকননা লৈবিবা মেন তাবা যাদনা যাকনা লৈবিবা খৌদোক ব্রাথোক কয়ামবোম অসি কৰি হায়না ব্রুনা নৈনগনী তাংকক অমদা পুখৎলগা শেমদোক শাদোকপা, মেনথোক মেনশিন তৌবা যাবা খুদিং অসিমক খুলাই অসিগী অঙম অখৌনি হায়না খনগৎলিবা মীওই মীথেনশিং, হৌগৎলকলিবা নহারোল, অখং অহৈ যাওনা ব্রুনা নৈনবা যানবা শিল্লিংবগী ব্রাখল্লোন পাম্বুবদগী ব্রাফম অসি থাংগৎচবনি। অসুয়া ইথোকপা ঙাংথোকপা অমসুং ব্রাফম অমা শেংদোকলগা থাংগৎ খোকখৎলুবা হায়বসে মমাঙৈদা তৌবকদ্রবসু ইজাতিগী ওইবা থবকসিংদা থুক লাওবকপা, তৌদবা যাদবা, চোংশিন্দবা যাদবা ব্রাফম অমনা তৎতনা বনথহুদী, নুংনাংহুদী। পাবিগদবা ময়ামনা থাংগৎচবিবা হীবম কয়াদং কয়াং শুদনা পুথোকচবিবা, শেমদোক শাদোকনা কে মৌবা যৌদবা মওং অসি পাবিগদবা কনাগুমনা খুলাই অসিদা ওইবিবা মচেং মচেং, মচৌই মচৌই, মুকম মুকম তাংখাই তানবিবা অসিবু শেংনা তাক তিকনা থাংগৎপা ঙ্মনগনি হায়বসি উবদা ব্রাফম অসি পুথোকচবনি। মথংগী লামায়সিংদা মবম কয়া থোকনা হীবমদুগী হীবম নৈনবা (কেস স্টাডি) নৈনদুনা চাংয়েং থাংগৎতুনা যেংজৈ। কনাবসু চাং হুন্দুনা ইবা নঙে, পুন্মমক অসি ব্রাখন্দা শাদোকতুনা কয়াং লাকচবনি। মবম অদুনা কনাগুমনা কেস স্টাডি

অসি পার্শ্বৰূপা মমিং মথাগা চনাচুনবা যাওৰুবা থেংনৰুবা তাববসু মতা চনাকবনি
হায়না বন্দাকপিনবা নিংশিংজরি।

ইরোন্দা পুথোকপিবদা মতেং পাংবিরকপসি ষোইরোম ইন্দ্রজিৎননি। মাকী মতেং
নত্রবদি ইরোন্দা পুথোকপা ওইথোকলমোই। ষোইবোম ইন্দ্রজিৎ বাংলাদেশ মণিপুরী
সাহিত্য সংসদ হৌদরকপদগী লুচিংদুনা লাকলিবা ষোংমী অমনি। বারংগী লাইবিক
'মচু নাইবা মঙ'। শৈরংগী লাইরিক 'ইন্দ্রফি' কোবা মশাগী লাইরিক অনি ফোংশ্বে।
মতম অযামদা মণিপুরগী চেফোংদা, বাংলাদেশকী চেফোংসিংদা তৎতনা হৌজিকসু
ইবি। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকতা অফিসাৰ ওইনা থবক তৌরি। লাইরিক লাইজনা
বিএসএসনি। অঙাং অনিগী মপানি। মচা নিপা ষোইরোম লেইশেম বাংলাদেশতা
মীতৈনা বৃন্দাবকপদগী অহানবগী ওইনা Bangladesh Navy দা কমিশন Rank
তা সাব ল্যাফটেন্যান্ট ওইবি। মচা নিপী অমনা কলেজকী থাকতা Intermediate
তম্মী। ইতৈমা চন্দ্রকলাদি মাকী নুপী অমা ওইদুনা মতম বুদিংদা মাকী অরাংবা ব্ৰাৰল
পোকহনবা ওইদুনা লৈবি।

অসি নত্তনা ঐগী চেফোং অসি ইবদা ঐঙোন্দা ষৌরায হাপিবাশিংগী মনুংদা লৈজবে
ঐগী মকপ কবি অমসুং অইবা এন যোগেশ্বর অপু অমসুং শেবাম নিবজ্জন সিংহ।
কম্পোজ অমসুং অসিগি চেফোংসিগা মবি লৈনবা অতোপ্লা থবক মতেং পাংবগিতমক
ঐগা ষৌপুৰিন্ৰবা থোকচোম চনু নোংপকলৈ সিনহা না চিংবা মযাম পুন্মকী মফমদা
তৌবিমল ষংবা উৎচরি।

হবাও তযাম্মা নিংশিংজবা

থৌনাওজম লক্ষ্মীকান্ত সিংহ

E-mail: lakshmikanta singh@yahoo com

বাহৌদক

বাংলাদেশ যামনা চাওবা লৈপাক নন্তে। চাওজব্ববসু লৈপাক অসিদা মীওইবা ফুরূপ তোঙান তোঙানজরবসু যুমথংননা, যুমলোননা ইং-তপ্পা লৈবা অসিনা মলেমগী মীওইশিংনা ঙকচানবা ফাওদবদি নন্তে। বাংলাদেশ হায়রিবা লৈপাকসিদা মরু ওইনা বাঙ্গালী শাগৈনি। অতৈসি পিকচত্রবা যেক শালাইগী ফুরূপশিংনি। মখোয়শিং অসি তেংবানচাগী মীংয়েংদা আদিবাসী হায়না ঝংনহকী। বাংলাদেশতা আদিবাসী হায়না ঝংনবিবা অসিগী মনুং চক্ৰিবসি চাকমা, মাবমা, গাবো, হাজং, ত্রিপুরা, মণিপুরী, খাসি, পাত্র হায়বিবশিং অসি পনবা যাই। অসিগুম্বা কাংলুপ মচাশি নিফুমডারোম (৪৫) গুবমগনি হায়না ঝনৈ। হায়বিবা মশিংশিমক অবেল্লা ওইবে হায়বা তাংদাংবা অমদি সরকার অমসুং সংস্থাপাশিংনা লাওথোকপা নত্রগা অবেল্লা অমা তাদ্রি। সিলেট লমদম সিদদি (খুন্দাবকপদগী তাবম্বা কাংলুপচা) আদিবাসী ফুরূপ - শিংগী মনুংদা মণিপুরী কাংবুদি ঝাইনা ঝংনবা ওইনা তৌই। মীশিং লিকচববসু ঈশৈ নোংমাইনাচিংবা হবাও তযাম্বা কুমৈ ফিওং লেগুনা চৎথবকপা মশাগী ঈনাৎপু চংখোম্বা অমসুং লিংনা লিতাং চুম্বা থম্বীরম্বা পুরাবীনা বাংলাদেশতা নতুনতা ভাবত অপুমনসু শকংবা ফুরূপ অমনি। ফিবপ চুম্বা থম্বীরম্বা চাওথোকনিঙাই ওইববা ফুরূপ অসিগী লিববা হৌনা চৎনবোল অদুগী মশাগী তোঙান্বা ইতোপ তোঙান্বা মাক্কী মতিক ময়াইগী মবমনা অতৈ অতৈ ফুরূপশিংদগী মীতৈশিংগী শেনজা থুমজা মশাগী ওইবা লেনবা যাবগী ফিভম খৌনোম খৌশিন শু-চৎপা কম্বা, পাছা ফুরূপ অমনি হায়নশু ঝংনবম্বী। অসিগুম্বা মবম কয়ানা অতৈ ফুরূপচাদগী চাং হেল্লা রাঙি হায়বগী নাপন অমশু মশাগী যাওজব্বদৌনা উবা ফংঙি। নাতে চাদনা নাপন তৌবনা চাওং ঝোংথাংগী লম্বীদা অপনবা কযাশু ওইষিদিবা নন্তে। মরম অদুনা ঐখোয়গী মনুংদা ওইবিবা খৌদোক রাথোক শেমদোক শাদোকপা, মেনশনবা যাবা আইডিয়া খবদং পাবিবিবা অং অহৈশিংগী মফমদা পুথোকচনিঙি। থাংগৎচগদৌবা হীবম কযাতং অসিদা ময়াম পুনমকনা যাবিবকনি হায়বদুদি ওইখোকতে। মশা মশাগী অপাছা কযা অমশু লৈবম্বা যাই। তৌবগিদি থাংগৎচগদৌবা হীবম পুনমক অসি লনাইনা থেংনজকবা অমদি থেংনকবা মতমদা ঝল্লকখিবা ঝাখলঙাকনি।

হৌজিক্কি মইহে মশিং তম্বরিবা মণিপুরী শিংগী মনুংদা ভায়োন্বা ঝাখল মীংয়েং অমা পাক চাওরবা মলেমসিদা উবিবা অসি লৈপাক অদুগী মক ওইবা ফুরূপ অদুদগী তোপ্পা চিকনা লৈজরিবা মীশিং লিকচত্রবা মীচং শূজদবা ঝা চিকনা ঝাংজবিবা খুন্দাবকপদগী লৈজরকপা ফুরূপ আদিবাসী হায়না ঝংনবা মখোয়গী লাইবিক লাইশু মখা চৎথনা তম্বা, মশাগী ঈনাৎ খুনাইগী শেনজা শাজবনা চিংবা হীরম কযাদা শোংথদুনা লৈবা উই। মীচং রাংপা ফুরূপ মচাশিংগী মশকক ওইবা হায়বদো হেক থোকই। বাংলাদেশতা লৈরিবা খুন্দারকপদগী লৈরকলবা ফুরূপচা আদিবাসীশিংগী মনুংদা মণিপুরী খুনাইগী রাফমসি খবদি খেন্নবা অমা থেংনৈ। লাইবিক লাইশুগী চাং অসি মমিং মখা ইবা গুম্বগী শরুকসি চাদা ৬৫% (হায়রিবা রাফমসি সবকারগী ওইবা সংস্থানশিংগী তোঙান তোঙানবা অংকনি) অসিগুম্বা মওংসিদা মণিপুরী ফুরূপকী মমিং মখা ইবা গুম্বগী চাংদি চাদা ৯০% নি। মসি বাংলাদেশ অসুপ্পগী অংকদগীসু যামনা থাক রাংনা লৈ। শোংথত্রবা ফুরূপশিংগী মনুংদা মণিপুরী খুনাইগী চাওত্রবা শরুক অমা লৈপাক অসিগী মীংয়েং

চিংগিনবা গুমা ওইরবসু চাওবং খোংখাংগী মরমদা খোংখাং হায়গৎপা খোংকাপ কুংনা খাংজিনবা গুমদ্রিবা অসি খনুনিঙাই অমদি নৈননিঙাই ওইরকলে হায়বসি বসুদা ব্রানা থোকলে। মণিপুৰী সংস্কৃতিগী পুগৈ চোন্না লৈজরিবা ফুকপ অসিনা মৰৌ পোংজরিবনি। মশীং লিকচব্রবা তৌইগুমসুং মচং তাজবিবা মণিপুৰীনা পুথোরকপা পোংথোক বুদিংদা মাকী মৰৌশাগী শাগোন্নরকপা লিংজব্রবা সংস্কৃতিনা বাংলাদেশত নগুনা অপুন্না ভারতবর্ষ যাওনা মমাউঙদগী ফিদা অমা কনবা গুমজরিবনি। মসি অতৈ ফুকপসিংদা থোকন্দবা ধৌদোকনি। ব্রাফমসি মলেমগী শকক অযাঘনা (উপমহাদেশকী) সংস্কৃতিগী ফিবান হায়গৎলিবা মীওই মীথেনশিংনা মণিপুৰী সংস্কৃতিগী চংখোল্লাবা পুগৈ চোন্না লৈজবা ফুকপ অমনি হায়বসি মতম বুদিংদা শিংখাদুনতা লাকব্রবনি। অদুমদি ওইরগা কনাসু হান্নাগুম হবাও তযাঘা, নোক খেবা হান্নাগুম ওইদবসুম থেংনৈ। হান্নাদগী হেন্না চাং নোঙ্গুম তৌই। তশেংনা হায়বগদি অতৈসু শাখি। ইবা পাবা গুমগী চাং অদুক ফববা ফুকপ অসিগী অরাংবা থাকতা লাইবিক লাইশু মবা চংথনা তমথবগী চাং হৌজিকসু য়াল্লা নোঙ্গী। চহি ববসিগী মনুংদা লাইবিক লাইশু থাক ব্রাংনা তমথনরকনা মনুং হনজিন্না বংবা উবা যাওবকপা থেংনবা হৌবকলে। লাইবিক লাইশু হৈনরিবা কাংব্রুশিংগী মনুংদা শহবগী মওং ব্রুল্লকতগী থোকলকপা মওং খেন্নহল্লী। ব্রুল্লকতা লৈনবিবা মীতৈশিংগী মনুংদা থাক ব্রাংনা লাইবিক তল্লাবশিং নিপামচা নিপীমচাশিংগী চাশিং চপচনা হায়বা গুমদ্রবসু নিপামচাগা নিপীমচাগা থোইনা হেন্না খেন্নবমগদবা মাদে। অমবোমদনা চাওব্রবা সিলেট শহবগী মীতৈ মচামশিং মক ওইবা নিপামচাশিং লাইবিক লাইশুদা মবা চংথনা তমগী ব্রাখল অমা ইরাত্তা ব্রাংপা থেংনৈ। অদুবু সিলেট শহবগী নিপীমচা শিংদি নিপামচা শিংদগী হেন্না লাইবিক লাইশু ব্রাংনা তমনবে। বুদম ওইনা মেডিক্যাল কলেজতা ৬ (তকক) কী মনুংদা নিপী ৪ (মবি) নিপামচা ২ (অনি) তনি। অদুদগী ইক্সলাস (মাস্টার্স) ডিগ্রী যাওবশিং ২৬ (কুন তকক) নি। মসিগী মনুংদা নিপামচা ১৮ (তারা নিপ্পাল) অমসুং নিপামচা ৮ (নিপাল) নি। হায়বিবা ব্রাফমসিনা তাকপদি নিপী মচাশিং থাক ব্রাংনা লাইবিক লাইশু তমথবকপা অসি চাওবংলকপগী বুদম অমনি। নিপা মচাশিংদগী নিপী মচাশিংনা নোংমা নোংমগী মশিং য়াল্লা লাইবিক লাইশুদা থবাই যাউবগী চাং হেংগৎলকলি। নিপী মচাশিংনা চাং হেংগৎলকপা অসিদা খাজ যোনজবা, লুহোং খোংদোংবা হায়বা পুঙ্গিগী তঙায়ফদ্রবা শকক অমদা খোংদাবকপা মতমদা মতিক চাবা নিপা মচা ফংঙকলোইদবা, মবেং মামানবা থোকতবা থেংনববা যাই হায়বা চিংনবা পোকনবকপা যাওনবে। হায়ফেং হায়ফেং লাইবিক পাবা গুমজবা স্কুল লানথোকতবা নিপা মচাশিংগী মবাইবকতা কলেজ কাজবী নিপী মচাশিং মশানা যানিংদা যানিংদা লুহোং খোংদোং যাওনবকনি হায়বসি খনুবকলে।

হীরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-১

নুংশিতোমী কৌজবী নিপী মচা অসি সিলেট শহবদা চাব-থকপা ব্রাংচদবা ইমুংমদা পোকচবনি। অজাং ওইবিঙৈদগী ইঙ তপচবা লাইবিক তমবদা মবুকনিং চংজবী নিপী মচামনি। লাইরা যুমবান মবকতা চাওজরবসু মশাগী হোংনা কনবগী মবম ওইবনা ডিগ্রী লানবদা অপুন্না ওইখিঁদে। লুখাবী ওইজববসু মমানা মচানিপীবু মতিক চাবা নিপা অমদা খাজযোনজবা গুমগনি হায়বা আশা অমা থমজবম্মী। খবনিগী মনুংদা মচা নিপী সবকারগী থবক অমা পাইখৈ। অদুবু লাইবা মপোকতা পোকলুবগী মবমনা অদুগী মথজা নিপীমচা অদুগী কুচুসু শানদবা মপা লৈজব্রবা ইচা নিপীগী মফম অমা নাইবা গুম্মদি হায়বা ব্রাখলনা

নুংনাংদুনা লৈবে। অসিগী মবকসিদা খুন লৈকাযগী পুন্মক মবিমতাই যাওনা যারবদি অমবু অমবু ওইববসু অফা নুঙাই খন্দনা হাযববা অমদা, শিনজনবা যাবা অমদা মফম নাইহনখসি হাযবসি তকশিল্লকলি। লৈকায খুনগী পাংহাই হাযনবসিদা চুম্বগদ্রা হাযনা কুলগী থোঙ লান্দবা কাবক শাবক তম্বুবা নিপা অমদা মচা নিপী থাজবা তাখিরম্মি।

রাফমসি বনুনিঙাযনি। হাযনা চৎননা, লুহোং খোংদোংনা যুম পানখিবা অসিদা নিপীদগী নিপানা থাক হেস্থা, নিপীনা নেস্থা অসি থোইদোকনা বনুদে। অদুগুমা নিপাদগী নিপীনা চাং হেস্থা থেংববসু রাংঙসু বনুফম থোকতে। মীতৈগী ওইবা চৎনবোল যুমনরোলসিদা থেংনবিবা অসি নিপাশিংনা রায়েক চৎনদে। নিপীনা ফনা খঙ-হৈবসু মরা চৎনদবঙম ওইনা তোই। মবম অদুনা লাইবিক লাইঙ খঙ-হৈবা নিপী য়াউনবিবা অসি চাখুম থাং মযা তাবঙম শিজনুদে। রাফমসি নৌহৌননা অমুক খহুনা য়েংলগা মফম মতম চাবা হৈশিংবী খংহৈবা নিপীশিংগী থৌনা লৌশিং হাঙ্গিফম থোকই। খঙ-হৈবা হাযবসি নিপা নিপী হাযনা ঝাইদোকপা চুমদে। অচুমদি চুম্মি হাযনা লৌফম থোকই। রাফমসি বাংলাদেশতা লৈজবিবা মণিপূবী ইকপচাশিংনা শৌগৎপিবিদি খুন্নাইগী চাওববা খৌদাং অমা পাংখোকপনি হাযদুনা লৌবা যাই। হাযবিবা রাফমসি মতিকচানা খুনা নৈনবগা থবক ওইনা পাংখোকত্রবিদি অকাযবা কযা মাংদা থেংনববা যাবগী খুদম লাকখিবা যাই। মবম অদুবু মতিক চাবা নিপীচা শিংবু মতিক মগুণ হাঙ্গিফম, ইকাই খুন্নিবিবা য়াল্লা মখৌ তাই। নিপী নিপা ঝাইদনা মবা চৎথনা লাইবিক লাইঙ তম্বুবা হোৎনবা অমসুং নিপীচাশিংবু কদায়দা শোইখিগনি হাযবসি য়েংশিনবিদি মখৌ তাই। লাইবিক লাইঙ মতিক চানা হৈববী নিপীচাশিং খুনাইদগী চাওখং খোংদাংদা শরুক যাহনবা তঙাই ফদ্রবা খৌশিনমনি। মসি মতমগী রাফমনি। মমিং চৎচত্বা সম্রাট নেপোলিয়নগী রাইদা অসুম্মা থেংনহক্কা 'Give me a good mother I will give you a good nation' সম্রাট নেপোলিয়না মঙখিবা মঙ অদু হৌজিক যুমথোং খুদিংদা মঙফাওনবকলে মতিক চাবা মামা ওইবী কযা চোংখোকনবকলে। অদুবু নিপাশিংনা মখোযবু হায হুন্না চৎপগী লম্বী যাৎপিদি। মখোযবু কৈদৌনুংদসু ফমেন ফম্বগী যাৎং পিদি। মণিপূবী খুন্নাযসিদা মখৌনা মগুণ কযা চোংখোকলিবী নিপীচাশিংবু মখৌ হাঙ্গিবা ওমলবিদি চহি ১০ (তবা) গী মনুংদা কবিগুমা অনিৎবা অমবু থুংনবা মঠে য়ালহনবা গুমা যাউবঙম রাথোক কযা শেমদোক শাজিমা যাদনা তাংখাই তাংখাই তানদুনা লৈরিবা অসি শাফদ্রবসু অতৈ অহোইনা চাওবা চাওববা রাথোক কযা লাকলবা যাই হাযবসে তঙাইফদ্রবনি। ঐখোয়না হৌজিক হৌজিক লৈবিবা হিংলিবা মীহিং অসি মীশিং লিকচত্বা কাংবুশিংগী লুববা তাংফমমনি। হাইবিবা লুত্বা তাংকক অসি থেংনববা মতিক চানা শেমশানা লৈবা নৎতনা ঐখোয়গী লম্বী অতৈ লৈতে। তাক তাকবা মতমদা হকথেংনবা তাই। অসি নতুনা লৈপাক অসিদা ঐখোয়না হিংবা ডামলোই।

মণিপূবী লুটিংবশিংগী মগুং মতৌ অমসুং হৌজিক মগুং

মালেমদা লৈরিবা মীশিং লিকপা কাংবুশিংগী হৌন চৎনরোল (Traditional Social Structure-TSS) অমত্তা নৎতনা কযা থোকনা লৈবা থেংনে। হৌন চৎনরোল অদুনা মশা মশাগী খুন্নাযগী মনুংদা থোকলকপা খৌবম পুন্মক পাংখোকনবা হোংনে। মীতৈগী মনুংদা লৈপাক হাযরিবা অসি খুন্নায অমগী চাওত্বা রায়েল চৈরাক থমা গুম্বিবা লোইশঙ অমগুম্বি। হাযরিবা লোইশঙ অসি মীতৈ তাবিবা লমদমসিদা বজিক ঝারাক খেলুবা থেংনববসু মওংদি অমত্তনি। লৈপাক পঞ্চায়েতকী থবকসি মরু ওইনা মীতৈনা

তাবিবা খুস্খংসিদা খৌদোক রাথোক কথা লোইশিন তেমশিনবগী থবকশিংনি। লৈবাক্কী অঙম অখৌশিংনা রায়েল তাবিবম্শিং অদু ময়াম্মা কোক নোনা যানৈ। অদুব হৌখিবা চাহিচাশিংসিগী মনুংদা ঐখোয়না উবা ফংলিবসি হান্নগুম লৈপাক্কী রায়েল কি-হজোয়না যানবম্মা অদুমজি নত্রমালে হায়না খন্নি। মতমগী যাওল মতুং ইনা মীওইবশিংগী অওনবা কয়াগী ইথিলনা অহোংবা কয়াগী শাফুনা লৈপাক্কী রাবেপ তাজববসু যুখলগী মকমদা কেবুং লোৎপী/ফাওদোক ফাওজিন অমদি অদুমক উদুনা লাকলিবা অসিনা লৈপাক ফালুগী মতিক ময়াই মাংশিল্লকপগুম ভৌবমালে হায়বসে খন্নদবা নত্তে। অসুম হায়না মতিক ময়ায় যাওবকতবগী মবমসি হান্নগুম অহল লমল উবগা থকসি ঝাইশি নায়নবম্মা অদু কাইথবকলিবা মতৌ অসি মতম্মা চমফুং ওলহনবনি। হায়বদি চৈরাক পিনবা সংস্থান অদুগী মপুং ফাবা চপচবী দন্ডি খাদবা/পিবা গুমদবা অসিনি। শেংনা হায়বদা সবকাবগী অযাবা (State Recognition) লৈতবনা লৈপাকনা পিবা দন্ডি পাংথোকপগী শক্তি লৈতবননি। অমবোমদনা লৈপাক ফালুগী মকোক মক ওইবিবা মীওইনমক মীচামীখল নাইবা, অচুম্ববু অবানবা শিবিবা অসিগুম্মা ময়েক শেংদবা খৌওং খৌশিন কয়া অমসুং ভৌকবিবা থবক অদুদা কবি ওইবক্কনি হায়বা পোচং উদনা (Out look) থাংলুবা পো ওইবনা পো যাকপা হায়বদু থোকই। অসিগুম্মা মশাবু চুমথোকচবা গুমদবা মবম্মা মীতৈ লৈপাক ফালু ফিবেপ চাদবা ফিভম অমদা লৈবা ওইনা তৌই। সমাজ, লৈপাক্কীনি হায়না রাবেপ তানবা ওইববসু খৌওইদবা নাচুংবিদবা ওইনা ভৌনবে। অসিমকতি রায়েল/রাবেপ পিবিবা লৈপাক ফালু অদুগী মাংজবনি। অকনবা চৈবাক পিবা গুমদবা ফাবা, পুনবা, হাংপা, তুপ্পা গুমদবা ওইবনা অচৌবা দন্ডি ফংগনি হায়বা লৈতবা কৌবনিনা কবি কবিগুম্মা রাবেপ তানখিবা রাফম অদুগী মথক্তা চুম্মীগা লাভ্লেগা মাইকৈ মাইকৈ তানদুনা ফিবেপ তাবা গুমনদে। অসিগুম্মা মওংসি উদবা ঝংদবা নত্তে। তৌইগুম্মাং খবা উশিন্দা, তাশিন্দা তৌদুনা তৈশিন্দা তোকশিনবাঙাকনি। হান্নাগুম চুং ফিবান চুম্মা লেপনবা অককনবা অদু লৈনবকত্রে। সমাজ অসিদা হৈশিংবা মশাগী ওইজবতা ঝংবা কাংলুপ অমনা লৈপাক ফালুগী নামা-দা মখোয়না মখোয়গী যানিংবা মাইকৈদা থৈজিনবা হৌবকলে। থৈজিনবা, ইনবা তাবোইদবা খৌদোকতা মঝাং মেত্না থাপনা লেপতুনা তাজ্জা য়েংদুনা ময়ামগী মওং মতৌ য়েংদুনা লৈথোকপা গুম্মী। মখোয়গী মীচা মীখন নাইবা মীৎয়েংনা সমাজ অসিগী খৌদোক রাথোকতা হনচক ডাচক শাদুনা হৌন-লীচৎকী রাংমদা শিনজল্লকপা থবক ওইবসু তবাই তবাই ঝছোকপদা অকায়বা লৈতে। অসুম হায়না মঝা চংথবকপা খৌওং কয়ানা লৈপাক ফালু মশাগী কয়াং কাইথবকলে। অমবোমদনা লৈপাক ফালুদা যাওবা মীওই মিশক খবা মশাগী ওইজ ওইথকতা ঝংবা কাংলুপ অমনা সমাজকী খবা ভৌগম্মা মীওই মীশক্কী মচিন মেত্নগা মবি মতাং শাগৈ নাতৈ ঝুংকন পাঙ্গম্মা কাংবু অমগী মতেং লৌবগা মখোয়না পুনিংবা মওংদা ফিবেপ তাশিন্লে। অসিগুম্মা মওংসি যৈখায় থুগাইনা নৌহৌননা থবক পাইখৎত্রিঙৈ চাওঝং ঝোংথাংগী থবক পাইখৎপদা অপনবা কয়া লাক্কদবা লৈববনি। মীশিং লিকচব্বা সমাজ অসিগী মবাইবকতা কবি থোকলক্কদবা মীপাই থিদবা গুমদে। সমাজ অসিবু হিংহনবগীদমক লৈপাক ফালুবু অতৈসু মপাঙ্গল হাঙ্গিবা যাম্মা মখৌ তাই। লৈপাক ফালুগী মনুংদা হনচক ডাচক শাবিবা মশাগী কানাবতা থিদুনা লৈবিবা কাংবু

অসিগী মখুং ধুদেকপিবা নস্তনা লৈপাক মপু ওইগদৌরিবা অন্তম অখৌসিংগী মাই পাকনিঙাই উদে। মতমগী ঝোংলৈ মতুং ইন্না লৈপাক ফালুনা পাংখোকদবা থবকশিং মচা তনা শেমদোকপগী মথৌ তাবে। মথৌ তারুবগী মরমসি হানুগী চেনরোল খৌগল্লোন অদু চেনরকতবা। চেনবকতবা কযাদং অসিবু হৌজিকি মওংদা শেমদোক শাদোকতুনা মপাঙ্গল হাঙ্গিরবদি খরা শাফগনি হায়না ঝল্লি। লৌইনা লৌইননা লেপনবা ঝারেপশিং লৈবা তাদনবা মতিক চাবা চৈরাক দঙি পিনবা শিনবিবা ওইববদি লৈপাক ফালু পুরিবা অন্তম অখৌগী মাই পাকপা হেনগনি। মশাগী অম্বুবা মীৎয়েং খাদোকতুনা লাপনা, শান্না য়েংবা মীৎয়েং পুশল্লগা হানুগী মতিক মশুগ লৈজববা লৈপাক ফালু অদুমক হিংহন্নবা হোঁহনবা তঙাইফদবা ধৌদাং অমা ওইফম থোকলবনি। ব্রাফম অসি চরা চরা বনদোকপিদনা ঐঝোয়গী তুংগী ঝোংচৎতা ঝোংদাং চুয়া ধাংবা ডুল্লাবা পাখাপ অমা শেমগৎপদা নাকপক নাকপক তানদনা অমস্তা ওইবা লিংজেল শাগৎফম থোকলবনি।

ঐঝোয়গী চাংয়েং অমদা হৌজিক মনিপুরী ঝুন্নাযদা ঝংবা হৈবা, মতিক মশুগ চাওবা মীওই মচি মচিদা ধুপতুনা লৈতবদি নস্তে। মতম তাবা মতমদা মঝোয়শিং চোংখোকরকতুনা মতিক চাবা ধৌদাং লৌখিবগী ঝুদম লৈখি। হৌজিক হৌজিকনা সমাজ/ঝুন্নাইগী মতাংদা কনামস্তা চোংখোকনিংদবা ওইনা তৌনরে। চোঙখোকবকতবগী মরমসি ঝুন্না য়েংবদা মতিক মশুগ চেনবা মীওই মীশক লৈজববা মঝোয়না সমাজ ঝুন্নাই পুখৎলমগী মঝাদা তুংইনবা কাংবু অমস্তা মঝাদা চোংখোকবকতবা, মশাগী অহোবা মফমসি মেনশিনবা ডুমদবা অসি ওইগদা হায়না ঝল্লি। মবম অসিনা মখং মনাও নাইনা সমাজ ঝুন্নাইগী থবক তৌনিংবা থোকলকতবা নস্তগা থোকহনদবা ওইবসু য়াই। ফুখৎনদুনা উংদুনা লৈখোকপা অসিমক মলেমদা লৈবিবা মীশিং লিকচবা কাংবুগী চাওরাকপা হৌনশা অমনি। মীশিং লিকচবা ফুকপ অমগী মপু ওইবিবা মনিপুরী কাংবুসু অউংবগী নুংশিং লৈতবা নস্তে। কনাগুমনা ব্রাফমসি হেনজনমল্লে হায়না ঝনবা য়াই। মীতৈদি খরবু হেন্না বং চুবা ওইনা তৌই। হৌজিকি শুবোনশিংগী মনুংদা মজাতিবু নুংশিবিবা কাংবু অমনা মশাগী ওইজা ওইথক খাদোকতুনা থবক কয়া শুজিল্লকলি। লেপতনা চৎথরকলিবা মঝোয়গী খৌনা লৌশিং, শান্না য়েংবা মীৎয়েং ঝাংপনবা মওং অমদা লাকপা ডুমদ্রি।

পাইখৎকদবা থবক পাইবা ডুমদ্রি। অয়াযা মতমদা মতিক চাদবা লাওঝোংবা কনবা অমনা হেকতা লুচিংদুনা থবক পাইখৎপদগী অকাযবা কয়া থোকপা খেংনরে। মীতৈ সমাজকী চাওখং ঝোংখাংগী ব্রাফমদা সরকারগা মরি লৈনবা অঝাংবা ঝাকী মীওইশিংগা সমাজ ঝুন্নাইগী মরমদা ব্রাফম, ঐঝোয়গী লুচিংবশিংনা হৌজিকফাওবা নিঙাই তানবা (Bargaining) ডুমদ্রি। সরকার পুরিবা লৌশঙশিংদা সমাজ/ঝুন্নাযগী অঝাং অপা ঝাংগৎপগী ব্রাফমসি ঝনুবদা যাউদবশুম মমল লৈহনদবশুম তৌই। মসিমক সংগঠন পুরিবা ধৌবুরেলশিংগী অশোনবা মাইকৈ অমনি। মনিপুরী ফুরপচা অসিবু মাইকৈ ঝুদিংদা চাওখৎহনগেমক ঝল্লদি সরকারগী মতেং লৌদনদি চাওখৎপা মপুং ফাবা ওইরৌই। সরকারগী মতেং লৌবগীতমক হৌখিবা চাহিচা কয়াদা পানখিবা সরকারগী খোঙ হাংদুনা ডাইদুনা লৈরবসু মীতৈগী মাইকৈদগী কনাসু নোমবী চেনবীনবা মী চোংখোকখিদি। মতম অদুদা নোম্বীনবা মী অমতং চোংখোকলমলবদি খুবাকতা তোপ

হেক তারকদবা ওইনা লৈরিবনি। সমাজকী মকোক ওইনা চেন চোংঙিবা কাংবুসিং অফবা থবক কয়া পায়বংখিবগীতমক মীপুম খুদিংনা শোন্না থেংইন। অমরোমদা হনচক ডাচক শাদুনা লৈকায খুন্মকতা ফরক তাহনবগীদমক তাখিনবা যাউদবসু নস্তে। মশা মশা ডাকথোকতুনা শিংনা চংপগীদমক সমাজকী লুচিংবাশিংদা হেন্না হেন্না থেংলদবা নস্তে। করি করিগুয়া মশাগী পাংথোকপা ওমদবা অদু কুপশিনবগীদমক অমসুং লুচিং পুরেনগী ফমদি খাদোকনিংদবা মরম ওইদুনা নমহানা অকন অরিং শিংনদুনা হৌগৎলকলিবা লাইরিক লাইত হৈবা নহারোলশিংবুসু মকোকতা তিন চংহনবিরে। মকোক তিন চংহনবিনি গাংনা শাকনবা যানদ্রে। পবা থারম্বা অদুগী মখাদা চংথবা যানদ্রে, কয়াতা ফরক তানববা। মতাংসিদা চানাচুনবা থোকপা ইংরেজী ডেইলি নিউজ পেপার অমদা অসুন্না থেংনবি 'Some body can mistake for some days or Some body can mistake forever, even everybody can mistake for some days but everybody cannot mistake forever' ফরবসু মীতৈ, ফরবসু মীতৈগী ওইবা ইহন অমদি হায়নরিবনি- হৌজিকী নহারোল মনুংদা মতিক মগুণ চাওবা যান্না চোংথোকনবকপা থেংনরে। মখোয়বু নমখদুনা থম্বা হায়বসি ওমফম থোকতে। থিজলুবগা মীতৈগী মনুংদা অদ্বাংপা লৈতে। হোৎনরগা, থিরগা ঐখোয়গী মনুংদগী লোইনা থোরকদবডাক ওইনা তৌরিবা অসিবু মতিক চানা তাক তিকপা অমা য়াউনা অমম্বা লম্বী পুম্মক নমখায়দুনা অঙানবগী লম্বীদা নহারোলশিংনা পুখৎলকপা ওমগনী হায়না খাজবা থম্বি। নহারোলশিংনা মশা মশাবু অতৈত্ত হেন্না চেকশিন্না ইকচবমদি চংগনি। মীতৈ মচামা ওইনা মীতৈগী অফবা পামদবা হৌনদে - অমম্বা পাওতাক পিবা, পৈশা চংতবা মশিং থিদুনা শানবা, মীগি কোকতা তিন চংহবা কাংবুদগী খরা থাপনা লৈথোকপনা ফৈ। সমাজকী লুচিংবাশিংনা নহারোলবু মাইকৈ চুন্না মমাই লৈবিবা, অচুমা লম্বী পাংনা চংহনুবা শিনবিবা হৌজিক ফাওবা ওমদ্রি। অখং অহৈ অহন ওইবশিংনা হৌজিকী শুবোনশিংবু তুংগী শুবোনগীদমক মতিক চাবা লুচিংবা অমা শেমগৎনিংবগী মওং উবা ফংদে। মশাগীদমক ওইজতবা খন্বা কাংবু অমনা অনৌবা শুবোনশিংদা লুচিংবা পোকলকতনবা শিনজনবনি। নহারোলনা তুংগী মপি মপা অমা ওইরকদবা অদুবু শৌগৎপিবিদবা হায়বসি ফুরপ অদুগী চাওখৎ খোংখাং কয়া শোখহনবনি। নহারোল হৌরকলিবা শুবোনসু মথক থোঙবা অহনশিংবুসু ইকাই খুন্মবা উৎপিদবা হায়বসিসু চাওত্রবা মরাল অমনি। অমনা অমবু ইকাই খুন্মবা উৎতবা অসি লমদম অসিদা চংনবা ওইনা তৌরি। মসিমক ওইফম থোকতে, যান্না ইকাইনিঙাইনি। মশা মশানা অঙমদা সমাজপু চাওখংনবনি বন্বা শুবিবা থবকশিংদা মাই পাকবিদবা খরা যাউবিবনি। অফবা থবকশিং অদু ফাওদি থাগৎপিবা ফবনি। থাগৎপিবা খরা যাউদ্রবদি মখংদা কনানা চুক্লি পাইবগনি। অফববু ফৈ হায়বিবা, মতিকচাবা মীওই মীশকপু ইকাই খুন্মবিবা থৌগল্লোন চংবগী চংনবী অমা হৌদোকপা মখৌ ভাই। মীতৈ মচাগী মনুংদা লৈপাক অসিগী সরকারগী/এনজিওগী অঙম অখৌ অচৌ অচৌবা ফমদা থবক তৌনবা য়াওরিবা অসি মণিপুৰী হায়বা ফুরপকী চাওখোকনিঙাইনি। ঐখোয়বু ইজ্জত হাল্লিবিবা অচংবা মচাশিংনি। মখোয় খুন্মাই অসিগী চাওত্রবা লন অমনি। ইজ্জতি খুন্মায়বু থাকরাংনা চাওখৎ খোংখাং পুখৎপা য়ানবা হোৎনবদা চাওখোকনিঙাই ওইরবা লনসিংবু ঐখোয়না তরান্না পুশল্লকপগী যান্না মখৌ তারে।

হানুগী, হৌজিকী অমসুং ওইরকদবা খুঁকদবা

অব্রাং অপা লৈনরমদে। ডা চাক মবাং কাইবম্মী। ফৌ কোং চোলবম্মী। অব্রাং অপা লৈতনা নুঙাযনা লেনুবম্মী অসি ব্রাবী লিদুনা তাহুনা নংতনা অতৈ কবিসু হায়নিঙাই লৈবকত্রে। মদুগী ওলা তৈনবা ডা-চাক তাংব্রবা, চাক চবা অমা চানবা হোৎনবদা ফেব ফেব লাউনবা মতমনি হৌজিকসি। লোইনা মঙগুমবে। হৌজিক হাওবে ক্রেম ক্রেম লাওবি হায়না চানবিবা অসিসু ক্যামিক্যল যাউবা পোৎগাক ওইবম্মে। ডা অতৈকপনি খুঁক কৈথেলদগী পুবকপা ডাদুসু ফবমালিন (হু মখল অমা) তৈবা নঙে হায়না হায়বগী খুঁকোং চাবা লৈত্রে। তকৎ তকৎ তেকপা, যানশিনদবা পোৎ চৈ নঙনা ফংবা বানবকলে। অদুদগী হেল্লদুনা অনাবা লায়েংনবা হিদাক লানথকতা শেনদোং হেন্না ফংবগীতমক নংতবা পোৎ যানশিনবিবে। অনাবা ফবদি লাইবদুনা অনাবা হেন্না লাইকনুবে। থকননবা ইশিং, হিংননবা ইশিং থকপা যাবকত্রে। বিজ্ঞানগী মতেংনা মীগি পুঙ্গি শাংদোকনবে। কুইনা পুঙ্গিহল্লে হায়নবিবনি। অদুবু মীতৈ মনুংদা মশিগী কানুবা শক্ক অসিগী ব্রাফমদা খবদি তাইওনুহনবগুম তৌই।

মীতৈ খুঁকসিংদা অছোকনা অহন ওইবশিং লৈবম্মী। চহী ৮০/৯০ শুবা অহনদি অতৈসু যামম্মি। অদু ওইবদি হানুদগী হায়কবদি অহন লৈতবা নহাগী খুঁকনি। হানুগী অহনলমন ওইবশিং অছোকনা মশা যাংনা লম্মী থোংদা চংপা থেংনবম্মী। যুম অমদা ইপা পোকপা ইপুনা চিংবা ইপুধৌ-ইবেনধৌ লৈবা থেংনাবম্মী। মসি ইকুই কুইদ্রিবগী বানি। চহি চামা লান্না হিংনবম্মিসি ঐবোয়গী গুরোনসিদা লাকপদা হেল্লবদা চহি ৭০দগী হেন্না উশিল্লকত্রে। চহি তবামুকী মনুংদা লৈনবিদবা অযামনা চহি ৬০/৬৫ দগী হেল্লোয়। কুইনা হিংবগী চাংসি নোংমা নোংমগী ব্রাংশিল্লকলে। মসি চাকচা ওনথোকপগীবা হায়না খল্লি। মীতৈগী চিঞ্জাক লমসিগী অতোপ্পা কাংলুপনা কয়া থোইনা চানবমদে। অদুবু মীতৈগী চিঞ্জাক শিদ হিদাক গুম্বা হকচাং কয়াৎকী কানব্রবা, হেন্না তেকবংহুয়া মচং কয়া যাউবম্মী অদুবু ঐবোয়না তবাই তবাই থাদোকবিবা অসিনা অনা অয়েক হেল্লকপগী মবম ওইবি। চকয়েন, চেংগুম, উয়েন থোংবা অসিবু অতোপ্পা কাংবুনা হৈনবমদে-অদুবু মথোয়না থেংনা খংলকপা চকয়েন, চেংগুম, উয়েন হৌজিক নৌনা চাবা হৈনরকলি। ইবোনবা, শিংজুদা শিজিনুবিবা তোনিংথোক, মযাংবা, ফকফাই, লৈখামান শম্মা হায়বদা মীতৈ অহল লমন্না শিজিনুবম্মা চিঞ্জাক পুনমক হাকচাংগী যান্না কানুবা ওইরম্মী। মীতৈগী চাকচাদা শিংথানিঙাই ওইবসি চমথোংনি। থাউ যাউদনা থোংবা হৈবগী টেকনিক মযামসিনা হকচাংদা কানবা হেল্লহল্লী অমসুং অনা অয়েক ডাকথোকহনবা গুম্মি। মনা-মশিংসু চিংমানদগী তপ্পা তপ্পা মাংশিল্লকলে। নোংজু নুংশা মতম চাদবা মবম কযানা। খুল্লক লৈবকতা মবাং কায়না হৌবম্মা মনা মশিং নোংমা নোংমগী লেপকং কংবা থেংনবক্রে। হানুগী অচম অবাক থাদোকতুনা মতমগী চিঞ্জাক হৈনকবা কয়ামা কুইনা হিংনরকত্রে। অসিগুম্বা মওংসিদা শহবদা লৈনরিবা কাংবুশিংনা অহল লমন্না চানরম্মা চিঞ্জাক অযাম্মা চা যাদবা মীগি মমাংদা পুথোকপা যাদবা মথেলমনি খন্দুনা চাবা ডোকনরকলে। কনা কানাগুম্বদি চাবা হস্লেয়নবসু যাওনরিবনি। কানব্রবা চিঞ্জাক অসি থাদোকতুনা ফাস্ট ফুড, ডা, শা চাবদা লায়কননা অনা অয়েকী মকোন থুহনুবা ময়াম্মা যাউনরে।

মৈহৈরোনদগী শাগোলুনা লাকলবা মীতৈগী মশাগী ওইনা লাইয়েংবগী পথাপ পটৈ তোঙানজবা শরুক অমা ব্রানা হিংজবিবা মাইবা, মাইবী, কবিবাজ হায়না খংনবা মতিক চাওব্রবা শিনফম অসি মীতৈগী খুঁকদগী তপ্পা তপ্পা মাংশিল্লকলে। অনাবগী লাইওং

লাইশক পুকলি হেক পাইনা শুধবদা লাইওং হেক হলহস্থা ওম্মী। খেন য়েংনা ওইথোকতবা অমবু হেকতমক ইশেঙ শেংনা হাইদোকপা ওম্মগী চাংয়েং খেন য়েংনবা অসিসু মাংখবকলে।

লাইতিনগী শউম ফংবা মীওই মীশক অমবু লাইগী মিংদা চাকথা পিবগা অনাবু অদুবু ফহনবা ওম্মিবা, উশিন পিদুনা কোকহস্থা ওম্মগী খৌদাং অসি অরামন খিদনা খবা হেক পিবা অদুনা লায়েংনবম্মী। মখোযদা অযামদা মমিৎ কাবাষ খেংনদে। খাজবনবা, কিবনবা, চৎনবী ওইবনবা মতমদুদা শিবা যাবা অনা অযেক কযা কোকনখিবগী ব্রাবী লৈ। হৌজিকতি মাইবা মাইবীনা লায়েংবা খেংনদবে। খুথেকতা অমা অনি লৈবা ওইববসু মতমগী চৎনবী ওইনা শেন থুম য়ান্না তিংনবে। হৌজিকতি কযাসু খাজনবকদ্রে।

অমবোমদনা হৌজিকী নহাবোল অযামনা লাইবিক লাইঙ তলুবা কাংবুশিং খবক থানা পানবা কৌবিনিনা ময়ুম মকৈ খাদোকতুনা নুপী অঙাং পুখৎতুনা শহবদা লৈনবে। মরম অদুনা মপা মমা অহনলমন খুল্লকতা লৈহৌবশিং মচা মমৌগী সেবা ফংনদবনা অযামনি। মতমচানা লায়েংবা ওমদবা, হৈদাক লাংথক পিজবা ওমদবা মবল্লা কবিসু লৈতবা অনাবনা মশা কেসা শিবসু যাউনবে। চুমুগী অহনগী লৈনা ওইজবমগনি হায়না লাইথোকতুনা মতম চানা লাইয়েংখিদবা, কনাওম্মা শেন থুম মবাং কাইদনা লাইয়েং ওমদবা, অশিওম্মা মবম কযানা খুল্লকী অহনশিং লমাখাংদা পুলি লোইনবসু যাউবিবনি। ব্রাফল্লা তাবদি অহন ওইবদি খবা চেকশিন্না য়েংবিফম থোকপনি।

হীরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-১

চহি ৬০ শুববা অহননি। খম্মা কোই। মৌলভীবাজার জেলাগী কমলগঞ্জ উপজেলাগীসু মনুং চম্মা মীতৈ খুঙ্গং অমগী বাবিনি। লৌউশিংউনা চাজবম্মা মীশক অমনি। হৌজিক অহন ওইবনা ওমদ্রে। মতৈ-মানাও অনিমকসু অহন ওইবে। মচা নিপা অনি নিপী অমা পোকচৈ। মচা নিপা অমা টেকনিক্যাল খবকতুনা নিপী অঙাং পুনা শহবদা লৈ। শেন থুম য়ান্না হেন্না মবাং কাইজদে। তুংশমসু ওমদবা অদুগী মথজা মচা অনি কলেজ থাকতা লাইবিক লাইসু তম্মা লোইদুনা থবক অমা পাইখবে। মহাকসু নুপী অঙাং পুদুনা শহবদা লৈখৈ। মাক্সীসু মবাং কাইজদে। মচা নুপী অমনা চহি অনি মমাংদা খুঙ্গং অমদা ব্রাইমাবীগি ওজা অমগা ময়ুম পানখৈ। মচা পুনমকনা অহন ওইববা মপা মমাবু কাওদে - নিংশিংঙি। অদুবু থবকী অচিম্মা কযানা শেনথুম মবাং কাইদবনা মপা-মমাবু মীকুপ অমগী য়েংবা চৎপা ওমদে। মবক মবকতবুদি শেন থুম ইপি পিদবা নন্তে। অহন অনিগী মবাং কাইজৈ। মশাগী লৌবি ইংখোল খবসু লৈজৈ। নোংমা খম্মানা মচাশিং ছুটিদা ময়ুমদা লাকপা মতমদা পুক থিংকক থিংকক তৌই হায়না লিজৈ। খুল্লককি ডাক্তাব অমা তান্নদুনা হৈদাক লাংথক খবা পিজনা য়েংঙি। চহি অমা খবা হেন্না কানববসু মথংদদি কানফম খংলকদ্রে। অদুদগী মচা নিপা অতোমদুনা শহবদা পুদুনা ডাক্তাব য়েংহন্নি। টেস্ট ময়াম্মা তৌদুনা য়েংবদা পুকতা ক্যান্সাবনি হায়বে। ডাক্তাবনা অসুন্না হায়বকখি - থা ৫/৬ মমাংদা য়েংলম্মদি হৈদাক লাংথক পিজদুনা কোকপা যাবমনি অদুবু হৌজিকতি খেংখম্মবা কৌবিনিনা অপারেশন নন্তনা উপায় লৈতে। ডাক্তাবনা হায়রকপা মতুং ইন্না য়ুমগী লৌবি ইংখোল য়োথোকতুনা চহি অমাবোম লৈববা মতুংদা লাই খুয়াদা লানবা তাখিবম্মী। মপা লৈত্রবা কৌবিনিনা মমাদু শহবদা পুথংলকলে। অহন ওইরবা মমা শহরগী মীবে চাইবদুগা চুনবা ওমদে, হৈনদবদা খম খেংঙি। খুল্লকতা লৈজবম্মা য়ুম লৌবি ইংখোল লৈদ্রে। মবি মতাংসু লাপথোকনখি।

অসুখ হাইনমক ওইনি হাযবগী বা নস্তে। অহনসিং লৈবিসিং যাবিমঠৈ মতম চানা লায়েংবিদুনা করম হায়না লাই খুয়া যৌহনবা যাই হাযবসি খুহুবাগী মতম লাকলমালে হাযবসি বস্তি। মসি মশা মশাদা থোকলোই হাযবা অককনবা লৈতে। মঠৈ মশিংগী মতুং ইন্না নহাবোলসিং মপানদা থোকনখিবা যাউবনা খুল্লক লৈবকতা হৌজিক নহাবোল লৈনদে। অহনসিং যান্না বানা লেনুবে। মপানদা অযাখনা লৈনবুবা কৌবিনা চেনচোংবা ওম্বা ওহাকী ডাকথোক ডাকশিন পুনমকতা অপম্বা ওইবকলে। মসিগী খুদোংচাবা লৌদুনা মীনসু উশিতনা তৌবা যাউনবকলে। মীগি থবক তৌবা কৌবিনা নিঙকপদা চংপা ওম্বা হাযবদুসু থোকতবিনা মপা মমা অহন লমনগী মনাকতা হেক লেপ্তবসু ওমনদে। অসিওম্বা মওং মবম অসিনা কবি থোকলবা যাই হাযবদু খুহুবা যাদবা মরম কযানা খবনি লৈবগা খুল্লকসিং শমজেং মযা অতেকপণ্ডম হিংবদা ওহোকনা বারগদবা ফিবম উবা ফংঙি।

হৌজিকি মণিপূরী খুনায়াগি শেমিৎলোন কাইখরকলিবা

অমসুং লৌরি শিংজা মাংতাকথরিকলবা মতাংদা মীংয়েং অমা মীতৈ অযাখনা লৌবী ইংখোল শিকশনুবকলে। হান্নগী মবাং কাইনবম্বা ডা চাক ব্রাতবগী ব্রাবীদু পুরারীদা তারে। বরা খবা লৈনবম্বা মপা মপুনা চিং হাযগায়না লমতু থমম্বা অদুসু যোহুকনবু। শহবদা লৈনবা কাংবুসু লমতু যোহুকনবগী মওংসি শহবদা লৈবা খংদে লবাইদা লৈবা খংদে চপ মাইন, ইবেন খেনদে। মবম অদুনা শহরদসু, খুঙ্গদসু লমতু লৈনবা পুংশোং শোংনদে। হৌজিকি লমতুসি তাংবগিদি হিংনি, মীনা পাক লৈবগি ফিবমদা লৈতবে। হান্না লৈনবম্বা লমতু যোহুকনখিবনা ময়ুমমঠৈ লৈনরকতবগী মওংসি চহি তবাগি মনুংদা মীতৈ ফুরুপচাগী ফিবম যামনা শাখিৰবা যাই। হৌরকদবা শুবোনশিং যামনা বানা লেখা যাই। ব্রাফমসি মযামনা করি হযনা খনুবিগবা খংদে, খনুফম থোকই। কনা কনাগুম্বদি খনবম্বসু যাই। মসিগী মতুংদা সাংগঠনশিংও খবদি খনবিফম থোকই। লমতু লৈনবকতবা হাযবসি মশাগি হিংবদা অমসুং চাওখং খোংথাং বৃদিংদা অপনবা কযা ওইরিবনি। মালেমসিদা মীওইবা কাংবুসি নোংমা নোংমাগি যামশিল্পকপনা লমতু চহি ১০গি মতুংদা শেন লৈববসু লম লৈগে হাযবদা বানা থোকনি। বাংলাদেশতা মৌলভীবাজার জেলাগী কমলগঞ্জ উপজেলাগী মনুং চনবা আদমপুৰবাজারগী নাকয়েংতা পাঙল (মণিপূৰী মুসলিম) কৌবা ফুরুপ অমা লৈ। মখোয়শিং সু নোম্বা কল্পি। শেমিৎলোন ফজনা খংঙি। পুঙ্গিনবগী ব্রাখন চেপ্তি। লমতু লৈগনবা ওমগল্পি। করি কবিশুদ্ধদা শেন থুম ব্রাবা মতমদা বাজাব তাবা মনকতা তাংনা লম যোহোকলগা লৌ উবা যাবা লবুক লমহাং লৈবা থেঙনৈ। হৌজিকতদি চাউখংপা লম্বী থোং ফবগী মবমনা বাজাব মনাকী লমতুদি নোংমা নোংমাগি তাংখলকলি। পাঙলশিংগি মনুংদা লমশিং অসি মখোয়না লৈবা যানবা হোংনৈ। পাঙন নস্তবা অতৈদা লম যোহুকপদা অখিংবা থম্মি। মসিনা কনাবদি মখোয়গি মনুংদা লম অসি লৈবা তাৰি। মীতৈগিদনা মসিওম্বা অখিংবা অমসুং লৈবা ওমদবা মরমনা মীতৈগি মরকতা মীতৈগি লম লৈনদবে। মযাংনা লোযনা চংশিল্পকলে। পাঙলগি লৌখলিবা স্টেপশিং ঐৰোয়গি তমজনিঙাইনি।

বীরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-৩

গীয়েন, নীয়েন, ধীয়েন অমসুং সুরেন মখোয় মচিনাও ঠনি। সিলেট শহরগিনি। শহরগি মীতৈ ভাব লৈরক অমদা মপা-মতোন পুন্না লৈমিনৈ। মচিনাও মরমক লোহোংখোংদংঙে।

মচা ২/৩ যাওনবে। অজ্ঞাংশিং ঝুল কলেজদা তমনরে। লইরিক লাইসু তমগি খরচা হুনবদা মপামপুগি লৌরি ইজ্জাল খরসু থাদোকখরে। লৈরিবা লম খবা অদুনা তুংদা মবাং কায়না হিংবগি রা লৈতরে। অদুদগি লৈজরিবা লম খরদু যোছোকলগা ফঙকদৌরিবা শেনথুম খরদুনা শহবগি মপান থোকনা আহোংবা লম খরা লৈবগা যুম মচা অমা শারগা অদুদগী আবেম্বা শেন খবনা মীগি তোনশিনবা শেন শিংদোকলগা হিংববা হোৎনবা যাউনবে। অসুম হায়না ভৌনবা কাংবুশিং মরকতা ফরক তানবনা যুমসু শাহৌদা, অমসু ওইহৌদা ভাডাদা লৈনবসু যাওনরে। ফগদবা হায়না যোছুকনবাবা কাংবুশিং শেনথুম নোংমা নোংমগি লোয়শিল্পকপনা রাবগী থাকতা লৈনবে। ফগদবা হায়না শিল্পরিবা পোবমশিং ফৎতবদি নস্তে, মক ওইনদি মীগি শেন তোনশনবদগনী।

হৌজিকি সংস্থা কয়াদগী শেন লৌনা শিজিন্নবগী খুদোং চাবা লৈবা অসিনা শেন খুদককি মবাং কায়হনবা লাই। তৌইগুমসুং শিনবা হৈতবদগী থোকলকপা ফবক অদুনা রাহনবা থেংনৈ। হিংবদা চংডিবা মচাকশিং অমদি শেন থুম মমল লৈবকতবগী মবমনা মীতৈগী যুমথোং খুদিংদা শেৎচানবা লাংবদা যামনা রানৈ। মীতৈশিংনা পায়বিবা শিনফমশিংনা থোকলকইবা অমসুং তংলকইবা শেন থুমনা চা-থকনবা লাংবদা মারাঙ কাইজবা ওমদে। অমবোমদনা হবাউ, কুমহৈ, শ্রাদ্ধকর্ম কুংবনা লুহোং খোংদোংবদা অউনপোং তিকপদা মচাশিং থাজা যোনজনবদা ফব ফব হায়নৈ। অসিগুমসিদা মীত্তোনদগী শেন শকচনদবা ওমদে। খুদোং চাবিঙৈদা কাংবু অমনা লমতু থাদোকপদু মখুং চলুবা হোৎনৈ। কাংবু অমনা মবকতা শেনদোং চানবা হোৎনহৌই। সংগঠনগী মকোক মক ওইবা মীওইশিং লৈকায়গী নুংশিবিবা মীওইশিং শেনদোং তাল্লিবা মঝোয়গী মখুং মুখায়বিবা কনাসু চোংথোকপা থেংনাদে। অসিগুমসি মওং অসি তৎতনা থোকলকইবনিচি ১০গি মখাদদি সিলেট শহরগী মীতৈশিং লৈরিবাসিগী ফিতম ঢাকাগী তেজগাঁওদা মতম অমদা তারমগী মীতৈগী হৌজিক ওইরিবা ইতিহাসগী মওংদা তারগদ্রা হায়না চিংনবকলে। মসিমকতি ওইহননিংদে।

নহারোলগী মফমদা থমজরিবা আপিল

লাইবিক তম্বা লোইশিনদিবা নহারোলশিং অমদি লোয়না থোকনরকলিবাশিংগি মফমদা নিংশিংগদবা হায়ববু- পুঙ্গিগী থাক রাংবা, পুনিংবা মাইকৈদা পুবা তাজ্জদা লৈবা কৌবনিচা মচং ওইবা বারোপ লৌবগী চপচাবা তাংকক অমদা লৈবা মতমনি। অচুম্বা ফিবেপ কয়া লৌবগী খুদোং চাবা মতমনি। মতমসিদা লৌবা বারোপতুনা পুঙ্গিগী ওইনা মামাই লৈদুনা পুংকদবা তাজ্জফমনি। নঝোয়গী রাখলদা ঐঝোয়গী খুনাযদা চেনবিবা পথাপসি চেনদবা, অপুম্বা, মরম য়াওদবা ভৌনা বল্লকপা মতমনি। আরাংবা সংস্কৃতিদা রাখল ঙালুবনা ঐঝোয়গী মহৌশাগী চেনবিবু মল্লে খম্বদা খনমম্বা ওইরোই। অহনলমনশিংনা পুগৈ চোল্লা থমবিরম্বা খুনাইগী চেনরোল মতমদুগী ওইনা খুদকতা শেমজিনবা পেত পেত মেৎলগা শাষিবিদি নস্তে। যামনা শাংনা খুননৈনরগা পুখোরকপা মইহে মরোংনি। মরমদি খুনাইগী চেনরোলদা লৈরমলিবা মনুং হজ্জনা খল্লুরগা অহৌইনা রাহেছোক লৈহনবা ওম্বা বিজ্ঞানগী মীৎয়েংদা ইছোকপিবা ওমদবা, মচাতনা মনুং হজ্জনা সুগাইনা মচালানা লৈখবঙাকনি। হায়রিবা চেনরোল, হৌনরোল শুরোন কয়াদগী চেনরকলবা অসি লাইরিক ওইনা ইথোকতুনা লৈরমদবনা হৌজিকি শুরোনশিংনা তরাই তরাই খনবগী রাতনি। মলেমগী আটৈ আটৈ কাংলুপসিংগী চেনারোল অমসুং লাইনিং লিচখকি মতাংদা, বিজ্ঞানগী ওইবা মুমফমদা কদায়ফাও চেৎপগে খল্লানৈনরিবা মতম

অসিদা, হৌজিক শুবোনসিংনা পায়বৎকদবা খৌদাংদি মীতৈগী মৈহৈবোল থিবনী। মীতৈনা চৎনবিবা লোনচৎসিংদা লৈবিবা পাথাপসিং অহোঁকনা চৎখল্লি, মচাক মবল মবাং কাইনা লৈজবম্বী। অতৈসু হনজিন্না থিবগা, হুম্না থিবিঙে ফজা ফজববা অমসুং বিজ্ঞানগা শাগোনুব্বা অসি ওকনিংঙাইনি। ইশাবু ইশানা শেংনা খংবা ওম্বা হায়বসি আতৈবুসু খংবনি। নহাবোল হৈশিংবশিংনা আতৈঙ হেন্না বন্থানৈনবগা অফবা কয়াঙ খোকলকষিবা যাই। চৎনবোল পথাপসিদা লৈবিবা মচাক অসিবু চুম্মা ব্রাহ্মোঁক পুখোকপিদনা লান্না অর্থ হনবিবা অসিনা ঐখোয়গী চৎনবিবু চাং নেমহল্লি। মশাবু ইকপা লোইবে বম্বা হৈনবা নহাবোলশিং মলেমগি চাওয়েং মীৎয়েংদা পিকলবা ফুকপ অমগী তুংদা কবি হায়না ওল্লকদবা ফিবম অমসুং হৌজিকী মওং মতৌ চপচনা লেপচবা ওম্বা অনিগী মবজা কবম্বা মওংদা তবগদবা হায়বসি যামনা বানা থোকই। অওনবা অমা পুবকপা হায়বসে অপিকপা ফুকপ ওইকবনা মশাগী হৌনা লিচৎ ওাকপদা অমসুং হিংহনুবা হৎনবদা অপনবা কয়া থেংনদুনা পন অদু লাহোঁকনবা হোৎনবা তাই। লবুক লমহাং ঈথৎতগি চেহুবকপা ইশিংনা তুবেল পাংনা চেহুবকপঙম মাকী হৌবকফম মাংদুনা অচৌবা ঈপাকতা তাখিবঙম ফুকপ মচানা হিংবদন্ত অসিওম্বসি ওইবিবনি। অদুবু থিংবা যাদুবা ইচেল ইথৎকুম ফুকপ মচা ঐখোয়গিসু অওনবা অমা পুবকফম থোকই। হৌজিকি আবাপ্লা অনকপা খাইদনা, লৈপাককী পন লাহোঁকতুনা মালেমগী মীশিংদা খুথেকনবি। মালেমগী মীশিং থিবদা মিঙ চনবা যানবা অমসুং হিংনবা হোৎনবদা চংডিবা মচাকশিং মশাবু ইকচবা অমসুং অওনবা অমা পুবকপা তাবনি। অসিওম্বা অওনবা পুবকপা ভামননবা হোৎনবদা মশাগী ফিবেপ চম্বা তানবদা খাদোক খাজিন তৌগদবা মচাকশিং লৈবিবনি। খাদোকদবা মবমশিংদি,

- ময়ামনা ইয়া-যানদনা মশাতনা যাবা, মশাতনা হৈবে, শিংঙে খনবা নত্রগা ঐন্ডোনদগী অহেনবা লৈতে হায়না বম্বা। হায়বদি মশাগী থাক খংদবা।
- অমগী অফবা থবকপু অমনা থগৎপিদবা, মমল থম্বিদবা
- মশাগি ইবৈলৈজদনা অলৈবা মীগি অকেঅমৌ পামজবা অমসুং মতৌ তমবগী হোৎনজবা।
- মশাগী অশৌইবা মেন্খৎপগী মতাংদা কনান্তমবগী পাওতাক লৌনিংদবা
- খাংবা কনদবা, অইহৈশিংবু মতিক চাবা মমল পিবিদবা।

ইশাগী চৎনবিগী ব্রাংমদা লৈবিবা অতৈ ফুকপকী কাংবুগসু চৎনতিন্দুনা বুদ্ধিলৌশিং আব্রাংপা শরুক যাবিনবা ফৈ। মরুপ মপাংগা তিন্দুগা, ব্রাবী শানবগা জ্ঞান শানদোকদবা মতাংদা ওম শানগদবা মীওই য়েংনা তিন্দুগদবা। হিংবদা চংডিবা মচাকশিং অসিদা মরু ওইবিবসি স্বর মবাং কায়না হোনবনি। যুম অমগী মীহুৎ থোং মরুং কায়না ফাৎপশিসু নুংশিং নুংশা চংনা স্বর হোম্বা নুঙাইনবনি। করিওম্বদা মীহুৎ থোংদা অপুম অশাগী মনম নত্রগা তিনকাং চঙকতনবা থোঙ থিংজিন্লে। তিনকাং চঙকপা ওমদনবা কনান্তম্বনা থোংবা অমসুং মীহুৎ থোংদা নেট শিজিন্লে। মদু চেকশিনবগী খুদমনি। মরুপ মপাং তিন্দুদসু অদুম্না চেকশিনবা ফৈ। চেকশিলহৌদবা মরুম্মা লান্না থাডুবা বোঙফম অদু হনজিক্কপা ওমদদুনা মঙান লৈজব্বা নহারোল কয়াতা যানিংদা যানিংদা ফীরেপ মাঙবিবা কয়াতা থেংনরে। অসি ঐখোয়গী ইজাতিগী মহাম তাবনি।

হিরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-৪

সনাচাওবী অজ্ঞাৎ ওইরিউদগী লুচান্না হৌরকপা। চাবা থকপা রাৎতবা ইমুংগী মচা নুপীনী। মপা মচা মচিন মনওশিংনা লুনা তৌনৈ। অমসুং নুপী অমত্তা যাউবনিনা মাকপু ময়াম পুন্মমকনা খাজবা লৈ। ইমুং মনুং পুনমক্কী মথজ্ঞা মাক্কীসু খাজবা লৈ। খুন লৈকাইগী থবক থনা পুন্মমক মাক ইচিৎতা চিথদে। ইমুং মনুংগী মী ময়ামসু মমিৎতা লাইরকি লাইও উবাঙাক ওইবনা ওন্নাঠৈনবা কাবন চৎপা মীৎয়েং থমদে। অফবা মীৎয়েংদা য়েংবা হৈনৈ। অদুনা চৎথোক খোৎথোকপদা অপম্বা ওইদে। স্কুল কলেজ কাবদা অমসুং মকপ মপাংগা তিনলুবা মথোয়গী মতেং ফংগি। নোংমদি মবুপ মপাং ময়াম অথাপ্পা মফমদা কোইবগী চৎলম্মী। হবাও তয়াল্লা নোক খেবগী ক্ষেনবাম অদুবু নিংশিংবগী খুদম ওইনা ফটো কয়া কাপখি। অসুম তিন্না খোৎনবগী মনুংদা শামু কোবা অমগা যাল্লা হেন্না নকশিন্নবগী খুদোং চাবা অমদা থম্মোয়দা থুক লাউখিবা অমা ফাওবকখি। শামুদি মীতৈ মচা নৎলমদে বাঙালী মচানি। মাক্কদি লৌন লৈনবসু ওইথোকতে। অমবোমদনা মজাতিবু নুংশিজবা খুন লৈকাইবু নুংশিবজবা ফাওবা নুপীচানি। সনাচাওবীগী তঙপ তঙপ য়েংবা, মওং শাওং উবদা শামুনা শহবগী কফি হাউস, অপিকপা মফমদা ফমদুনা বাবী শাদুনা মতম লেব্বা হৈনবী ওইনা তৌবকখি। শামুনা সনাচাওবীৰু তাজ্ঞা চাবা অমা য়েংলগা হায়বম্মী - নঙগা যাল্লা লুববা ব্রাবী অমা শাদবা যাদে। সনাচাওবী নঙ ঐথোয়গী ফ্ল্যাটতা লাকতবা যাদে হায়না লৌনম তৌদুনা হায়বম্মী। সনাচাওবী যাল্লা মুন্না ঋত্ববগা চৎফম থোকতে খল্লা চৎখিদে। মবম অদুনা শামু ব্রাবৌখি অমসুং মকপ মপাং কাইনখি। সনাচাওবী কবি ভৌগদবা মখা তাথবা ওমখিদে। অমুকসু খল্লকখি অসুক কুইনা মকতনা তিনবকখিবা মরুপ মপিজা কাইনবা হাইবদু থোকলবোইবে। কাইনবগী মহজ্ঞা শামুগী ময়ুমদা চৎনা চমথোকনবগা বাবী শাদুনা য়েংঙুগে খল্লা চৎতুনা ফংননা নুজায়তবা পুনমক লিডুনা ঋত্ববী, তাহল্লি। সনাচাওবীনা শামুদা ঋংনিংদুনা হংখি- কবিগিনো নঙনা ঐত্তোন্দা লাকউ হায়না হায়বদি - শামুনা খুদজ্ঞা ঋংহৌদনা সনাচাওবীৰু তপ্পা তপ্পা কোনশিনখি, চুপখি, অদুদগী তপ্পা তপ্পা নানখবখি। ইকাই নুংশি যানখিদুনা মমাই ইচপমুক জাংখি অমসুং তুমিন্না হল্লকখি, সনাচাওবী অতৈ অমুক শামুগা উনগে ঋনখিদে। শামুসু হানুওম লাকখিদে। মতম ঋবনি হৌখিবা মতুংদা নোংমা সনাচাওবীগি মোবাইলদা ফাওবকখি অদুবু থাংগৎখিদে। শামু অতৈ ফোন ফাওবকখিদে। সনাচাওবীসু খৌদোক অদুগী তুকৎচবনে, কাওথোকপা তম্মে। সনাচাওবী শামুনা অদুম হায়না তৌবক্কনি হায়বা খাজবমদে। নোংমদি অমুক সনাচাওবীৰু মতোমতা ফংনকবা মতমদা শামুনা মখুং পাইনা হেকতা চিংবোই ফাবোই তৌই। শামুনা মাক্কী পকেট খাউদগী ফটো ময়াম পুথোবকতুনা উহল্লী নঙনা কবিওমদা যানিৎদবা ফোংদোকপা তাববসু নঙগী খুন লৈকাইদা ফটো ময়ামসি উহনগনি। সনাচাওবী ঙাকচানখি, কবিনো তৌবিবসে উবিবা ফটো ময়ামসি খুন লৈকাইদা উনবা তাবদি অতৈ মখা তানিঙাই, হায়নিঙাই লৈতে। হায়নিঙাই লৈরোইদবা লঙজকবগী থবক অসিনা ঋংনা ঋংনা শামুগী তুং ইনখি। ময়াং ইমুংগী মীশিং, মবি মতানসু সনাচাওবীৰুসু ফনা লৌখিদে। শাগৈ নাটৈ যোন্না, থাদোকতুনা লাকপা মীবুদি কবম্বা মীনা ফনা ঋনগনি। ময়াংনসু ফনা ঋনখিদে - মীতৈনসু ঋনখিদে। মাইকৈ অনিগী অকাবা ওইখিদে। সনাচাওবী মাস্টার্সনি। সবকাবগী থবক অমসু মতিক চানা তৌবিবনি। ময়াং মচা শামু সংজ্ঞা অমদা থবক তৌই। লাইবিক লাইওদসু চাং তাবা ময়াং নিপামনি।

হীরম নৈনবা (কেস স্টাডি)-৫

চাওবা খুল্লকী মচানি। য়ায়া চাওনা থবক পাইরি। শহরসিদা য়াস্টি ন্যাশনাল কোম্পানী অমদা তলব চাওনা চাৰি। ছুটিদা খুল্লকতা চংলি অহল লমন মমা মপা য়েংবগীতমক। হৌজিকতি নুপী অঙাং পুখৎতুনা শহবদা লৈবে। অহন লমন লৈখিদ্ৰে। খুল্লকতসু চংয়ে। খুল্লকতা কনাসু লৈব্রবনিদা চংলুনসু নুঙাইনিঙাই লৈতবা মবমনা চংতবনি। চাওবা হৌজিক হানুগুম নদ্রে শহরদা মচু তানা হিংবা হৈনশ্বে। খুল্লক লৈবকতা কয়া চংয়েবা কৌবনিদা অঙাংশিংসু মশাবু ময়াং মচাবা হায়না মশানা খম্বা হৈনগৎলকলে। মীতৈরোল ভাংবা খোইরে। মীতৈগী চংনবী খংদ্রে। মচা নুপী অহমসি মীতৈবোলনা ভাংনবদা ভাব তানবগী ব্রাসি খনবিকুবন। কনাগুম্বনা মীতৈনি হায়না মীতৈবোলনা ভাঙুবা তাবসু হন্দোকনা তাকপা তাববা অদুগী থাকতনি লৈবিসে। মশানা মখোঘসি মীতৈনি হায়বদা ইকাযবা পোকলবা মশাবু মশানা লোৎচবদা ব্রাজবনি। লুহোং খোংদোংবা মতিক চাববা লাইবিক লাইসুদসু ব্রাত্ৰবা অদুবু মীতৈ মচা কনাঅমন্তনা মখোঘবু খংবসু লৈদ্রে। শিংখাবসু শিংখানদে। মবমদি মীতৈগী ওইবা কুইম ফিওং, চাকচাইজানবদা যাওদবা কৌবনিদা কনানসু মখোইবু খংবিদে। মপা ইবুভো চাওবা মকোক শারে। খাজ যোনজবা যাববা মতমসিদা কনাগুম্বনা নিংশিংলদবা অমসুং মাকনসু নাপন ভৌজকবা, পুনমকনা অহোয়না মকোক শাবে। অসোমদনা থবক (চাকুৰী) লোইশিল্লকলে, এলপিআব যোশিল্লকলে। অসুম খল্লুরগা শহবগী মনাক নক্কা লৈবা মীতৈ তাবা পাড়া অমদা ভাড়া লৈবগী ব্রাখল খল্লকলে। মতম কুইনা মীতৈ চংনবোলগী ব্রাংমদা ময়াং মতৌ তম্বতা লৈবকলবা অঙাংশিং অদু মীতৈগী চংনবি অদু চুশিমা গুমলমদে। মীতৈবোল ভাংলে নোকনিংবা, মখোয়না তৌবিবা মওংসিংদু লোইনা তাইওনুবা পুলিমদা হিংলুবনি হায়বদু মতম লোয়বগা জ্ঞান তাবকখি।

হৌজিকতি মতমসি মতম্মনি। কম্পিউটার শিজিনুবা হৈবা অঙাংশিং মবাং কাই। য়ুমদা ফম ফমনা ওয়েব সাইড-তা মালেম শিন্না মরি থমনবা যাই। কবিনো কম্পিউটারসিনা যাদ্ৰিবা থবকসি। ইয়াতা যাই। ওয়েব সাইডতা থোকলিবা ফেসবুকনা চিংবা শিজিনুবগী খুদোং চাবা পিবিবা অসি অংঙ অইগী মফমদসু ব্রাফমসি জ্ঞানমেন তাহন্দি। কম্পিউটার শিজিনুরিবা মীওইদুনা ফনা খংহৈবে হায়না শিজিনুবা তাবসু মফম বরদি অদুমক করিনো অমদি ইশেং শেংদবা মরম লৈবা তৌনা তৌই। কম্পিউটার আপলোড তৌবগী মতাংদা কনাগুম্বনা খুৎলোইবা ব্রাংপদগী অইবা মীওই অমবু পাসওয়ার্ড শিজিনুবগী অযাবা পিথোকলুবা মখাদা ওইরকবিবা তাইওনুবা কয়া - শেমজিন শাজিন্দুনা ওনথোক ওনশিন তৌদুনা অহোেকনা অরবা থেংনবা যাওনরে। মরম অমনা মোবাইল ফোন শিজিনুবা নিপীচাশিংনা মোবাইল শিজিনুরিবা মওং অসি চিংনদবা গুম্বগী ব্রাফম লৈতে। য়ায়া তিংনা ইচম চম্বা খল্লকপগী মরম উদে। হেক পাইখৎলুবদা নুংশি নুংশি হায়না নোংমা কাইদনা হায়শিল্লকলবদা করি তৌনিঙাই লৈ। সীম ওনথোক্কেমকঙাই। থম্মোইদি ওহোেকপা হেক য়াগদবা মান্দে। মোবাইলগী হ্যালো হ্যালোদুদগী পুক্রিং চরাংনবা থোকনখিবা য়ায়া য়াউনরে। চেকশিমা ফৈ। ইমুংগী অহনশিংনা শিজিনুরিবা ফোন অমদা যারিমথৈ অদুমক পুনা শিজিনুবা ফৈ। ব্রাফম অমনা কুইম ফিওংমা থোকলদি কুং য়োৎখবগা ভাওশিল্লবগী চংনবী অসিসু থাদোকনবা ফৈ (কুং য়োৎখবা য়ু থকপা)। অঙম অখৌ, অচৌ অশাং, নিংখৌ, নিংখৌ মচাশিংনা শিজিনুবা জীব সজিবনী ওইবা কুং য়োৎখবী (য়ু থকপা) অসি চংনবিবনি। অহোেকনা লেগ্না, শেন চংনা থক চানরিবা অসিবু মীচম ঐখোয়না গুল্লবা চিনজাক অসিবু লুখাবী ময়াংদা, মীগী

য়েনখা-য়েংখুন, ব্রাবক-উবকতা নমথিখ্ৰবা অদুব চবমদা যোৎখবগা ঐমক ঙাইবে খল্লিবা মখোয়গীতমক নুঙাইবিদে। সমাজপু মখোয়গী যুথক চকচানা চাং হুহুহু, মসিসু সমাজতা তৌনদবনা ফৈ।

মীতৈশিংনা হিংবদা খেংনরিবা অপনবা ময়াম

চহি ৫/৬ সিগী মনুংদা অমসুং মমাংদা সমাজপু নুংশিজবা মজাতিবু সেবা তৌগনী ব্রাখলদা চোংথোকনবকখিবা সংস্থা কয়া উবা ফংডি। চাননা অখিননা, অককনবা মশিং হাযবা ঙমদ্রবসু লৈবক বুদিং, বুজং বুদিংদা পিকপা চাওবা সংস্থা কয়া লিঙখেনবী। ব্রাবেপ ব্রাশক লৌদুনা অফবা থবক পাইখৎকনি অসিঙাকনি। তৌথোবকপদি ব্রাকাই ওইবা, খুন লৈকাই হেকতমক মহি লাংনৈ। পনবা যাবা ব্রাফম অমনা সমাজকীনি হাযনা শুনবিবা সংগঠনশিংদা খুৎথেকপা চম্বা সংগঠন অমা/অনিদি মবম চুম্বা থবক পায়খৎপা অমদি শুবা খেংনৈ। তৌইগুমসুং লিতাং চুম্বা হাযবদুদি ওইদিমানে হাযনা খল্লি। শুবিবা অমসুং পায়খৎলিবা থবকসিং অদুসু বুদকস্তা পাইবকী ওইবা তৌদবা যাদবা থবক খরা শুবগা হেকতমক পোৎথানৈ। হৌজিকসিদা কুপনা য়েংশিনবদফাউ শোইগে তৌনবিবা মতমসিদা খোংথাং শোইবা থবকসিংদা কবিনো ওইগদবা মবম চাদনা পাইখৎপা থবকসিংনা পাংখোক্তনি হাযবসি যামনা ব্রানা থোকপা ব্রাফমনি। সংগঠনশিংনা সমাজকী, ইজাতিগী থবক পাইখৎপা মতমদা যাম্বা চেকশিনবিবা দবকাব তাবনি। থবক অমবু মচু তানা পাইখৎকে খল্লা শুবিগদবা ওইবদি মরম অদুবু মচা তনা খাইদোকপিবগা অহান অকোন নাইনা, পাথাপ নাইনা পাংখোকতনদি মাই পাকপগী ব্রা লৈতে। পাথাপ নাইনা পাইখৎতবা থবকসিংনা অমসুং মবম অদুবু শেংনা খংদবা হাইবসি কৈদৌনুংদসু মওং তাবগী ব্রা লৈতে। মবম অদুনা পাইখৎকদবা থবক অদু কবি ওইফম থোকই অমসুং তুংদা কবি ওইবকপা যাই পুম্মমক নেনবগা চাওখং খোংথাংগী লম্বীদা কুমথবনা হেন্না হেন্না অফবা পুবক্কনি হাযবসে থাজবা থম্মি। মলেমসিদা লৈজবিবা পিকলা পিকলবা ফুকপসিং অছোকপা লক্কি অমদা হিংনবিবনি। হিংলি হাযনা হিংলিবা অমসুং লেনশিন্নবা হিংনবিবনি। মীতৈশিংসু হান্না ঐখোয়না উবম্বা মওং অমস্তা লৈনবকদ্রবনি। মাইকৈ পুনমকতগী নমহৎপগী শায়ুম অমনা নমথবকপা দৌনা তৌরবনি। মীতৈশিংনা মশা ফনা হিংবা ঙমজদবা অসিগী মবম অসি চওবাপনা উবদা ঐখোয়গী মনুংদা অমগা অমগা মেন তানদবা, উংখেনবা, পন্ঠৈ তানবা, নমফুদা লৌশিনবা অসি মবম অমা ওইহনবা যাই। মবম অমনা মাপানগা খেংনবা ঙমদবা, নংগা চানচুননা ঙাকথোকপা ঙমদবা অমসুং মখোয়গী বুদোং চাবা লৌবা ঙমদবা ওইবা যাই হাযনা খল্লি। মক ওইনদি- ঐখোয়গী মনুংদা নিঙাই তানদুনা মশা মশানা থোকপা চাওবী তানবা অসিনি। মীপুম বুদিংনা মশাবু চাওযি হাযনা খল্লবদি অসি সমাজকী ওইনা ব্রাবগী মওংনি। অসিবু কনানা বিচাব শাবিনি। অসিগী মতাংদা পঞ্জনিংবা ব্রাইে খরদং মখাদা খাংগৎচবি :

- অনৌবা ধর্মদা লুপচবা কাংবুশিংগী নমফু শাফু অমনা লাকশিন্নবা হোৎনবকপা/সমাজতা অকাযবা পুবকপা।
- লাই হাকতকতগী লেংদনা চৎথবকলিবা হৌনা লীচং নোংমা নোংমগী ময়াই চমথরকলি অমসুং মশাগী ওইবা ফিরেপ নাইরকতবা।
- সংগঠনশিংনা পাইখৎলিবা থবকসিং অমগা অমগা তুশিন্নবা যাদবা অমসুং মমল পিনদবা।

- মতিকচা বা লুচিং বা থোকনকত বা অমসুং মশাগী খৌদাং মশক ঝন্দবা ।
- মচিন মরৈদি নানবা ভৌথোকপদি তায়োনবা ।
- লৈপাক রায়েল (বাজনীতি) ঝংবগী চাং রাংপা ।
- অনৌবা লুচিং বা থোকনকত বা ।
- শেনজা থুমজা নোংমা নোংমগী রাখবকপা ।
- অনৌবা শুবোনসিং মইহে মশিং থবক তমগীদমক শহব পাংনখিবা খুল্লকতা নহাবোল লৈনদবা অমসুং খুল্লকী খৌদোক রাথোকতা ফিবপ তাবা ডমনদবা ।
- খুল্লকতা নহাবোল লৈনদবা নাক যেৎতা তাবিবা অতৈ অতৈশিংনা উশিং খৌওইদনা তৌনবকপা অমসুং অকনবা শিংনবকপা যাউনবকপা ।
- চেনবিগী রাংমদা লৈপাক ফালুনা অযা বা পিশন্দুনা মীতৈগা হাওগা/নিংথেম মচাগা লেমনাইগা লুহোং ঝোংদোংবগী অযা বা থাং পিথোকপা । মযাঙ অমসুং অতোপ্পা ফুরুপ অমদা ময়ুম পানখিবা নিঙোলগা মবি থমনবা ।
- সমাজকী লুচিং মৈবা ওইবিবা সংস্থানশিংনা তুংদা কবি ওইবক্কনি ঝহুবিদবা ।
- পনজখিবা মবম খিবিবকশিং অসি পংহাই হাইশিন্দা ওইরবসু মবম ঝবদি অচুম্বা যাওবিবনি । হাইদোকপদা খৌগলোন কাইখিদুনা মবম অদুবু অর্থ চেলহনদবদি ঝংদে । মসি সমাজ অসিদা ঝোঙ-তোন যোমশিল্লকলবনি । মসিদগী কবি হায়না কোকপা যাগনি হায়বদি অমুজ ঝহুদুনা য়েংশি ।
- **হৌজিকি মীংয়েংদা Recommendation ঝরা**
- খুন্সাই অসিবু চাওখং ঝোংথাংদা পুখংপগীদমক ওইথোকপা যাবা মওংদা ঝবনি মনুংদা পাংথোকপা যাবা পাখাপ অমা পাইখংপা অমনা চহি অমা/অনি চংনা শুবগা পাংথোকপা যাগদবা থবক তোঙান তোঙান ঝাইদোকলগা পাইখংনবা হোংনবা ।
- সংগঠন অমনা মবিক চুম্বা শুজবিবা থবক অদো সংগঠন অমনসু থবক অদু শিংনবগী মওংদা পাইদবা ফৈ । পাইখংকদবা থবকশিং ফজনা য়াথোকপিবগা শুবিবা ।
- লুচিংবিগদবা মীওই ঝবদি পাইখংকদবা চাওখং ঝোংথাং অদুগী হীবমদা অখং অইহে ঝবগা তান্না তিন্দুনা পাবা ঝবা লৌনা খুং লৌনবা হোংনবনা চুম্বী । লাইবিক য়ান্না হৈবঙাকনা ওইনি হাইবা লৈতে মবম অদুবু শুগাইনা ঝংবা মী অমনা ইবাই লাইনা পাংথোকপা ডমগল্লী । থবক অমা পাংথোকপা হীবম অদুগী পাবা লৌনা তম্বুবা মীওই অদুগা পাবা যাউদবা অদুগা শুকমান মান্নবোই ।
- সমাজকী থবক শুমিন্দিবা লুচিংবশিংগা রাখল, পুখল, লিংজেল মান্ননা চাওখং ঝোংথাংগী থবক ঝুদিংদা শকক য়ামিন্দিবা ।
- ইপা ইপুশিংনা থম্বীবমলিবা হৌন লীচং অসিবু অতৈসু মখৌ হাঙ্গিনবা ময়াম চংনা অপুন্না য়ুম্ফম অমা লিংখংপা । মসিবু কবি হায়না ঙাকপা যাই হাইবগী রাখলোন পুথোকপিবা ।
- শেনজা থুমজা ফগংহল্লুবা সংগঠনশিংনা কবম্বা প্রোজেক্ট পাইখংপা যাই হায়বসু য়েংশিনবা ।

- মীতৈগী খুল্লকশিং শমজ্জৎ মযা অতেকপত্তম ওইবিবা অসি কবল্লা শেমগৎ শাগৎপা যাগদবা যেংশিনবিবা ।
- সবকারগী থোংদা সমাজকী অরাৎ অপা থাংগৎনবা অকরা মীজ্জৎ অমা শেমদুনা থাংগৎনবা হোৎনবা ।
- বাংলাদেশতা পোকচবা মীতৈ মচা অমা ওইনা পোংনা হিংবা যাবগী মওংদা লৈপাক অসিগী থৌবমশিং বাজনীতিগী ইচেল খুদিংদা শক্ক যানবা হোৎনবা অমসুং সমাজকী কান্নবা শক্কশিং রাজনীতিগী মীৎয়েংদা পুশিন্নবা হোৎনবা ।
- অনৌবা লুচিংবা নহারোল মতিক চাবা কাংবুশিংগী মনুংদা পুরকনবা হোৎনবিবা । হৌজিকি অনৌবা গুবোনতনা মখাতানা লুচিংবগী থবক অসি পাইববা মতমদা ফিবেপ অমা পুবকপা গুমলবা যাই হাযনা থাজবা থম্মি ।

বাংলাদেশকী মণিপুরী খুল্লাযদা হৌজিক-হৌজিক চযেৎননা লৈবিবা প্রবলেম কায়দংসিদগী মাইপাকনা থোক্কপগিদমক থমজবিবা রাফম কযাদংসিনা আরোইবা নত্তে । চাউখৎ খোঙথাংগীদমক থরাইচংনা লুচিংবিবিবা মাযচৌ- কযাদংদসু মাযোক্কবিবা প্রবলেমশিংসিগী ওভাবকাম তৌবগী মবম কযাদং শোযদনা লৈবিবমগনি । খুল্লাইগী ওইবা রাফমসিদা অপুনবা ফিবেপ অমদা তৌফম থোকপা থৌদাং কযাদং চৎথবদা অপনবা লৈবোই হাইবা অচেৎপা থাজবা থমজবগা লোয়ননা লোইশিনজবি ।

লেখক পরিচিতি



লক্ষীকান্ত সিংহ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার গঙ্গানগর গ্রামে ১৯৬৮ সালের ২১শে আগস্ট একটি সাধারণ মণিপুত্রী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রী গোলাপচাঁদ সিংহ এবং মাতা শ্রীমতি রূপকন্যা দেবীর ৩ ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে তিনি সবার বড়। তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি ভান্ডারীগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। পরে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে ১৯৯৬ সালে সম্মানসহ মাস্টার্স ডিগ্রী সমাপ্ত করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন দৈনিকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করলেও পরে চাকুরী জীবনে এসে তা আব অব্যাহত রাখতে পারেন নি। শিক্ষাজীবন শেষে তিনি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে কাজ করার পর ২০০৩ সালে এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (একডো) নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তিনি এ প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। তাছাড়া তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফয়সল আহমেদের সাথে যৌথভাবে বাংলাদেশে বসবাসরত মণিপুত্রীদের উপর *State of the Rural Manipuris in Bangladesh* শিরোনামে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রথম একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিগত ২০০৫ সাল থেকে তিনি তার পরিচালিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে *Annual Review of Ethnic Affairs* শিরোনামে একটি জার্নালের নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে জার্নালটি ISSN প্রাপ্ত হয়ে একটি আন্তর্জাতিক জার্নাল হিসেবে প্রতিবছর ৯ই আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। তিনি তার পেশাগত কাজে এবং মানবাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ইতোমধ্যে নেপাল, ভারত এবং ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ করেছেন। তিনি বর্তমানে বিভিন্ন সুশীল সমাজের সংগঠনের সাথেও সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন। উল্লেখ্য, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং তাব স্ত্রী শিবানী একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত। বিবাহিত জীবনে তিনি শৈলী, শ্রাবণী এবং শ্রেয়া নামে তিন কন্যা সন্তানের গর্ভিত পিতা।

অইবা শক তাকপা

বাংলাদেশকী মৌলভীবাজার জেলাগী কমলগঞ্জ উপজেলাগী মনুংচনবা গঙ্গানগর থুংদা থোনাওজম লক্ষীকান্ত ১৯৬৮ খ্রিঃ গী আগস্ট তাং ২১ দা পোকপনি। থোনাওজম শ্রীযুক্ত গোলাপচাঁদ সিংহ মাক্কী মপাবুংনি। শ্রীমতি রূপকন্যা দেবী নাওকোনবী মমানি। নিপা অহমগী মনুংদা মাকনা অহমনি। মচন নুপী অমঙনি। ভান্ডারীগাঁও সরকারী প্রাইমারী স্কুলদা লাইবিক তম্বা হৌখি। মতুংদা বাংলাদেশকী চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিদগী ১৯৯৬ খ্রিঃ দা *Public Administration Department* দগী অনার্স গ্নাওনা মাস্টার্স লৌইখি। ইবা থোংপা হৈনবী অমদি লৈরম্বী অদুবু থুং লৌইনা হোংনখিদে। *NGO* সংস্থান কয়াদা থবক যাওকই মখাদদি মশ্যামকনা হোংনদুনা প্রোজেক্ট কয়া লৌথদুনা ২০০৩ দা *Ethnic Community Development Organization (ECDO)* কৌবা *NGO* সংস্থান অমা লিংখথলি। মহাক হৌজিক সংস্থান অদুগী *Executive Director* ওইনা থবক পুরি। মীতৈগী মথজা নৈনদুনা *State of the Rural Manipuris in Bangladesh* কৌবা *Shahjalal University of Science and Technology Sylhet* গী *Social Work Department* গী এসোসিয়েট প্রফেসার ড. ফয়সল আহমেদ কা মাক্কা পুন্না গবেষণা তৌদুনা কোংখি। অমসুং লাইরিক অদু মীয়ামনা রামনা থাগথেন। সংস্থান অসিদা ২০০৫ খ্রিঃ দগী *Annual Review of Ethnic Affairs* কৌবা ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অমা মহাকনা চিফ এডিটর ওইনা পুথোকই। জার্নালিং অসি ISSN ফংবা থাক্জিককনী। চহি বুদিংগী আগস্টকী তাং ৯দা ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজেনাস ডে গা মবি লৈননা হায়রিবা জার্নালিং অসি লেপতনা কোংদুনা লাকই। *International Human Rights* কী মথকতা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অমসুং মরি লৈনবা কোর্স কয়া তৌবগীতমক নেপাল, ভারত অমসুং ইন্দোনেশিয়াদা শরুক য়ারুই। অর্গানাইজেশনগা মরি লৈনবা মীওই মীশক অমা ওইবনিনা সংগঠন অয়াংগা থুং শমননা থবক কয়াদা শেয়ার তৌমিনুবা থেংনৈ। যুম পানমিনরিবা মাক্কী লৌইনবী শিবানীসু *Political Science* তা মাস্টার্সনি। মাকতি মাস্টিন্যাশনাল কোম্পানী অমদা অফিসার ওইনা থবক তৌরী। অচা নুপী শৈলী, শ্রাবণী, শ্রেয়া নোক খেনতা লৈবা হৈনবা মতমনি।